মার্কিন শপিং সেন্টারে ভয়াবহ আগুনে ৫৭৯ প্রাণীর করুণ মৃত্যু

সারে-জমিন

নল বসলেও বহু গ্রামে পৌঁছায়নি পানীয় জল

রূপসী বাংলা

সিরিয়ার কুর্দি যোদ্ধাদের সঙ্গে ইসরায়েল কেন আঁতাত করছে

সম্পাদকীয়

স্বর্ণযুগের অটোম্যান সুলতান সুলাইমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট

রবি-আসর

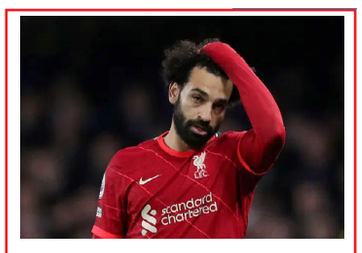

সালাহ বললেন, লিভারপুলে এটাই শেষ বছর

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
৫ জানুয়ারি, ২০২৫
২০ পৌষ ১৪৩১
৩ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 5 ■ Daily APONZONE ■ 5 January 2025 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

মসজিদে দুষ্কৃতি তাণ্ডব, বিহারের গ্রামে উত্তেজনা

আপনজন ডেস্ক: বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলার মঙ্গলাপুর গ্রামে কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি একটি মসজিদে ঢুকে ভাঙচুর চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, প্রার্থনার ম্যাট, ফ্যান ও লাইট ভেঙে মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক নিন্দা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার এক বিবৃতিতে স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, ধর্মীয় স্থানের অবমাননার কারণে সৃষ্ট উত্তেজনা মোকাবেলায় তারা গ্রামে একটি রক্ষ বাহিনী মোতায়েন করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি এখন শান্ত রয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছে তারা। মসজিদে ঢুকে দুর্বৃত্তরা ভাঙচুর চালায় এবং মসজিদের বিভিন্ন জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে এক মুসলিম বলেন, একটি নারী পবিত্র কুরআন ও ইসলামি বইয়ের কপি নিয়ে তার উপর বসেছিলেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই মহিলাকে আটক করে নিয়ে যায়।

প্রভাবশালী ১০০ মুসলিম তালিকায় এম নুরুল ইসলাম, ইমরান, ওয়ালি

আপনজন ডেস্ক: মাইনরিটি মিডিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ইংরেজি নিউজ পোর্টাল 'মুসলিম মিরর' ২০২৪ সালের ১০০ জন প্রভাবশালী ভারতীয় মুসলিম-এর তালিকা প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলমানদের অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতির ভিত্তিতে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ভারতের ২০ কোটি মুসলিমদের মধ্যে সমাজের মধ্যে প্রভাবশালী মুসলিমরাই এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন। এই তালিকায় রাজনীতি, ধর্ম, সক্রিয়তা, সাহিত্য, উদ্যোক্তা, শিক্ষাক্ষেত্র, খেলাধুলা এবং বিনোদন সহ সর্ব ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।
মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বেরেলভী, দেওবন্দী, আহলে হাদিস, শিয়া, বোহরা এমনকী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, জামায়াতে ইসলামি কিংবা তবলিগি জামাতের ব্যক্তিত্বরাও স্থান পেয়েছেন। এই ১০০ জনের তালিকায় দেশের সুপরিচিত ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি, তবলিগি জামাতের আমির মাওলানা সাদ কান্ধলবি, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মাওলানা মাহমুদ মাদানি, মাওলানা আরশাদ মাদানি, জামায়াতে ইসলামি হিন্দের সৈয়দ সাদাতুল্লাহ হুসাইনি, প্রখ্যাত মেডিসিন ব্যান্ড সিপলার কর্ণধার ইউসুফ খাজা হামিদ, উইপ্রোর আজিম প্রেমজি, রাজনীতিবিদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি, ক্রীড়া

এম নুরুল ইসলাম

আহমদ হাসান ইমরান

ওয়ালি রহমানি

ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ শামি প্রমুখ যেমন স্থান পেয়েছেন তেমনি বাংলা থেকে স্থান পেয়েছেন তিনজন। তারা

THE 100 INDIAN MUSLIMS

হলেন আল আমীন মিশনের সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম, পুবের কলম পত্রিকার সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরান ও তরুণ সমাজকর্মী তথা বাগ্মী ওয়ালি রহমানি। আল আমীন মিশনের সম্পাদক এম নুরুল ইসলামকে দুটি বিভাগে নির্বাচিত করা হয়েছে। শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী এই দুটি বিভাগে তার অবদানের কথাও তুলে ধরে দেশের প্রভাবশালী মুসলিমের তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আল আমীন মিশনের ছবি সম্বলিত তালিকা দিয়ে লেখা হয়েছে তার অবদানের কথা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নুরুল ইসলাম আল আমীন মিশনের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রতিষ্ঠাতা, যা পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের অন্যান্য অংশে সুবিধাবঞ্চিত মুসলিম শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের জন্য নিবেদিত একটি অগ্রণী শিক্ষামূলক আন্দোলন। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার ছোট্ট গ্রাম খলতপুরে জন্মগ্রহণ করা নুরুল ইসলাম একটি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসেন। তবে শিক্ষা এবং সমাজসেবার প্রতি তাঁর আবেগ তাঁর জীবনের লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দেয়। প্রান্তিক মুসলিম শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদান এবং তাদের সমবয়সীদের সাথে সমান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্য নিয়ে তিনি আশির দশকে আল আমীন মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। মিশন এনইইটি এবং জেইই-এর মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে বিশেষভাবে সফল হয়েছে, যার ফলে এর অনেক প্রাক্তন শিক্ষার্থী ভারতের শীর্ষস্থানীয় মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য পেশাদার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে সক্ষম হয়েছে। আল আমীন মিশন ৭০ টিরও বেশি আবাসিক স্কুল পরিচালনা করে এবং সুবিধাবঞ্চিত পরিবার থেকে উঠে আসা হাজার হাজার ডাক্তার, প্রকৌশলী এবং অন্যান্য পেশাদার তৈরিতে সহায়তা করেছে। মুসলিম মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে রয়েছেন পুবের কলম-এর সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরান। তার সম্পর্কে লেখা হয়েছে, ইমরান সাংবাদিক হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন এবং বাংলা মিডিয়া জগতে একজন গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠেন। তিনি "কলম" (বর্তমানে পুবের কলম) নামে একটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিকের সম্পাদক, যা প্রান্তিক সম্প্রদায়, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের উদ্বেগ প্রকাশের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে। তিনি রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান পদেও আছেন। এছাড়া, বাংলা থেকে স্থান পেয়েছেন মাত্র ২৬ বছর বয়সি ওয়ালি রহমানি যিনি একজন আইনজীবী, সমাজকর্মী ও উমিদ গ্লোবাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থের বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট জমা দিল কোর্টে, মিলল বোসের সম্মতি

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গে স্কুল চাকরির জন্য কয়েক কোটি টাকা নগদ মামলায় শনিবার কলকাতার বিশেষ আদালতে তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করল সিবিআই। পশ্চিমবঙ্গের স্কুলে নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি মামলায় সমান্তরাল তদন্ত চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তবে কলকাতার বিশেষ পিএমএলএ আদালতে ইডি-নথিভুক্ত মামলায় চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া বারবার স্থগিত করা হয়েছিল কারণ মামলার প্রধান অভিযুক্ত সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র হাসপাতালে ভর্তির কারণে আদালতে শারীরিকভাবে হাজিরা দিতে ব্যর্থ হন। শনিবার, এই ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সূত্র জানিয়েছে, সিবিআই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের অফিস থেকেও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করার অনুমতি পেয়েছে, যা রাজ্য মন্ত্রিসভার যে কোনও সদস্যের বিরুদ্ধে দায়ের করা চার্জশিট আদালতের পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করার জন্য বাধ্যতামূলক।
সূত্রের খবর, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিলের সম্মতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্কুলের চাকরি দুর্নীতি নিয়ে সিবিআই-দায়ের মামলায় তার বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল।

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির চার্জশিটে সিবিআই দাবি করেছে, অবৈধভাবে এক নম্বর দিয়ে ২৬৪ জনকে বেআইনি ভাবে নিয়োগ করায় বঞ্চিত হয়েছেন অন্তত ১৫৮ জন যোগ্য চাকরিপ্রার্থী। আর প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে কারচুপির পিছনে রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে প্রাইমারি টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও তার ফল প্রকাশের পর ২০১৭ সালে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। নিয়োগ চলাকালীন পরীক্ষার্থীদের একাংশ প্রশ্ন তোলে বাংলা মাধ্যমের প্রশ্নপত্রকে ঘিরে। পরীক্ষার্থীদের একাংশের অভিযোগ ছিল, একটি প্রশ্নের জন্য চারটি বিকল্পের মধ্যে সাধারণত একটি উত্তরই সঠিক বলে গণ্য করা হলেও প্রথম এবং দ্বিতীয় বিকল্প দুটিই ছিল সঠিক। সঙ্গত কারণেই এই উত্তরের মধ্যে কোনও একটি বেছে নিলেই পরীক্ষার্থীদের নম্বর পাওয়ার কথা। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ তা মানেনি। যারা দ্বিতীয় অপশনটি বেছে নিয়েছেন, শুধুমাত্র তাদেরই নম্বর দেওয়া হয়, যারা প্রথম অপশনটি বেছে নিয়েছিলেন, তাদের জন্য নম্বর বরাদ্দ করেনি পর্ষদ। এ নিয়ে বিতর্ক হলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ যারা প্রথম বিকল্পটি বেছে নিয়েছিলেন তাদেরও নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আর দ্বিতীয় বিকল্পের ক্ষেত্রে তো আগেই নম্বর দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্তও রাখে পর্ষদ। তবে, সিবিআই সূত্র জানিয়েছে পর্ষদের সিদ্ধান্ত মতো এক নম্বর পাওয়ার কথা ৪২৮ জন পরীক্ষার্থীর। অথচ পর্ষদ মাত্র ২৭০ জনের তালিকা প্রকাশ করে। তাদের মধ্যে চাকরি পান ২৬৪ জন। ফলে ১৫৮ জনকে বঞ্চিত করা হয় যার মধ্যে আর্থিক দুর্নীতি রয়েছে বলে সিবিআই মনে করে। উল্লেখ্য, এই নিয়োগ মামলার তদন্তে নেমে তদন্তকারী আধিকারিকরা পার্থর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের দুটি বাড়ি থেকে বিপুল নগদ টাকা এবং সোনা উদ্ধার করে।
পরে ২০২২ সালের জুলাই মাসে ইডি আধিকারিকরা পার্থকে গ্রেফতার করেন।
তারপর থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার প্রেসিডেন্সি সেন্ট্রাল কারেকশনাল হোমে বন্দি রয়েছেন। যদিও সম্প্রতি শর্তসাপেক্ষে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়।
এদিকে, পশ্চিমবঙ্গে স্কুল-চাকরির জন্য নগদ মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের মোট বাজেয়াপ্ত অর্থের পরিমাণ এখনও পর্যন্ত ২৩৯.২৬ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ | মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল
(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

আশ শিফা হসপিটাল
ASHSHEEFA HOSPITAL
সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

ওপেন হার্ট সার্জারি

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

- হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
- জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
- শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642
স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

R.H. ACADEMY
স্বপ্ন সফলের সঠিক ঠিকানা
Estd: 2016

২০২৫-২৬ বর্ষে ছাত্রদের ভর্তি চলছে

ADMISSION OPEN FOR CLASS XI

Coaching Institute of Medical and Engineering

কলকাতা ও বারাসতের সুনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা নিয়মিত ক্লাস করানো হয়।
● ● ● ● ●
প্রতি সপ্তাহে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা ও মক টেস্ট, ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসের ব্যবস্থা
● ● ● ● ●
ছাত্রদের পড়াশোনা এবং থাকা খাওয়ার জন্য হস্টেলের সুব্যবস্থা

একাদশ শ্রেণি থেকেই মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোচিং করানো হয়

Call us
9073758397

Kazipara, Barasat, North 24 Parganas, Kolkata-700124

প্রথম নজর

ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের জনসচেনতা শিবির

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শনিবার মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের রামপাড়া মাঙন পাড়া হাই স্কুল ময়দানে অল ইন্ডিয়া ইমাম মোয়াজ্জেম এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর উদ্যোগে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাকের ব্যবস্থাপনায় জন্ সচেতনতা শিবির ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান সর্বধর্ম সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হলো।উপস্থিত ছিলেন বেলডাঙ্গা ২ নম্বর ব্লকের ইমাম মোয়াজ্জেম ও পুরোহিতরা পাশাপশি ছিলেন আয়োজক সংগঠনের জেলা এবং রাজ্যের প্রতিনিধিরা, রেজিনগর থানার পুলিশ আধিকারিক এবং সার্কেল ইন্সপেক্টর। এদিনের কর্মসূচি প্রসঙ্গে আতাউর রহমান বলেন সবার উপরে মানুষ সত্য এই বার্তায় তুলে ধরা হয় সাইবার অপরাধের প্রসঙ্গে সচেতনতার বার্তা দেন পুলিশ আধিকারিকরা।

মহিষাস্থলী পঞ্চায়েতের বার্ষিক গ্রাম সভা সাড়ম্বরে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ভগবানগোলা-১ ব্লকের মহিষাস্থলী গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত হল। শনিবার কালুখালী দীন মহম্মদ প্রাইমারি স্কুল প্রাঙ্গণে এই বার্ষিক গ্রাম সভা করা হয়। পঞ্চায়েত প্রধান সাব্বির আহমেদ বলেন, 'পঞ্চায়েতের ৩০ জন নির্বাচিত সদস্য, জনপ্রতিনিধি সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে গ্রাম সভা করা হল। গ্রাম সভায় মানুষ বিভিন্ন দাবী-দাওয়া তুলে ধরেছে। আমরা গ্রাম সভার আগেই মানুষের কাছে গিয়ে তাদের অভাব-অভিযোগ জেনে এসেছি। সেই কারণে নতুনভাবে তেমন কোন অভিযোগ পাইনি গ্রাম সভায়। তবুও যেসব দাবিগুলো রাখা হয়েছে, সেগুলো ঊর্ধ্বতন দপ্তর থেকে দ্রুত করানোর চেষ্টা করব।'

উল্লেখ্য, ভগবানগোলা এক ব্লকের সর্ববৃহৎ পঞ্চায়েত মহিষাস্থলী গ্রাম পঞ্চায়েত। দক্ষিনে পলাশবাটি থেকে শুরু করে উত্তরে মহিষাস্থলী-পালপাড়া রেলগেট পর্যন্ত প্রায় ১১ কিলোমিটার লম্বা এই অঞ্চল। মহিষাস্থলী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৬০ হাজার মানুষের বসবাস। আয়তনে এবং জনসংখ্যায় ব্লকের সর্ববৃহৎ গ্রাম পঞ্চায়েতে এটি।

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে হলুদ ট্যাক্সি নিয়ে হাজির প্রদেশ কংগ্রেস সেবাদল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িয়ে গ্রিটিং কার্ড, গুলাব ফুল এবং একটি হলুদ ট্যাক্সি নিয়ে হাজির প্রদেশ কংগ্রেসের আইএনটিইউসি সেবাদল। সংগঠনের সভাপতি প্রমোদ পান্ডের নেতৃত্বে হলুদ ট্যাক্সি সংরক্ষণ করার জন্য এই অভিনব কৌশল অবলম্বন করল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের সেবাদল। এদিন হলুদ ট্যাক্সির রক্ষার্থে একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। হাজরা মোড়ে জমায়েত করে কালীঘাট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন পর্যন্ত মিছিল করেন কংগ্রেস নেতা কর্মীরা।

কিন্তু তাদের কে কালীঘাট ফায়ার স্টেশনের সামনেই আটকে দেওয়া হয়। আইএনটিটিইউসি সেবাদলের পক্ষ থেকে কলকাতার ঐতিহ্যশালী গৌরবময় ইতিহাসের অন্যতম আকর্ষনের কেন্দ্র হলুদ ট্যাক্সি বাঁচাও আন্দোলনে সরব হন তারা। তাদের দাবি ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে হলুদ ট্যাক্সির রক্ষার্থে তার মেয়াদ অন্তত আরো ১০ বছর বাড়িয়ে দেন।

সেই দাবি জানাল আইএনটিটিইউসি সেবা দলের সভাপতি প্রমোদ পান্ডে। তার দাবি হলুদ ট্যাক্সির কলপুর্য পরিবর্তন করে নতুন করে তাদের কে আবার রাস্তায় নামানোর অনুমতি দেওয়া হোক। কারণ কলকাতার ইতিহাসের সঙ্গে হলুদ ট্যাক্সির একটি গৌরবময় ইতিহাসের কাহিনী যুক্ত রয়েছে। তার দাবি হলুদ ট্যাক্সি উত্তম কুমার, থেকে নিয়ে সুচিত্রা সেন, বিদ্যাবলন থেকে নিয়ে একাধিক হলিউড বলিউড এবং সাউথের একাধিক বড় বড় অভিনেতা তাদের এই আন্দোলন কে সমর্থন জানিয়েছেন। তাই হলুদ ট্যাক্সির রক্ষার্থে তাদের আন্দোলন চলছে আর চলবে। যতদিন তাদের দাবি মেনে নিয়ে হলুদ ট্যাক্সির উত্তীর্ণ হওয়ার মেয়াদ বৃদ্ধি না করা হয়। তাদের হুশিয়ারি যদি রাজ্য সরকার তাদের দাবি না মানে তাহলে আগামীদিনে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে রাস্তায় নামবে। প্রয়োজনে তারা ধর্মতলা থেকে ট্যাক্সি নিয়ে কসবা পরিবহন দফতরের ঘেরাও করবেন বলে জানিয়ে দিলেন প্রমোদ পান্ডে।

জলস্তর মাপার জন্য সুন্দরবনের নদীতে বসল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সুন্দরবন

আপনজন: এবার সুন্দরবনের নদীতে বসানো হলো জলস্তর মাপার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র।এই প্রথম সুন্দরবনের নদীর জলস্তর মাপার অত্যাধুনিক যন্ত্র বসানো হলো। জোয়ার ভাটা এবং বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে জলের মাত্রা কতটা উপর-নীচ হচ্ছে,তা বলে দেবে এই যন্ত্র।এটির নাম অটোমেটিক ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার (এডব্লুএলআর)। গোসাবার গদখালিতে বিদ্যাধরী নদীতে এই যন্ত্রটি বসানো হয়েছে। বাসন্তীর দু'টি জায়গায় তা বসানো হবে বলে ঠিক হয়েছে।স্বয়ংক্রিয় এই যন্ত্র নিজে থেকেই জলের স্তর মেপে সেই তথ্য পাঠিয়ে দেবে ন্যাশনাল হাইড্রোলজি প্রজেক্ট অফিসে। এর আগে কখনও এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সুন্দরবন অঞ্চলের নদীগুলিতে কখন কেমন জল বাড়ছে বা কমছে, সে বিষয়ে তেমন কোনও কিছু এতদিন ছিলো না। যেহেতু সুন্দরবন অঞ্চলে প্রায়ই দুর্যোগ আসে, তাই আগে থেকে জলস্তর বৃদ্ধির তথ্য জানা থাকলে প্রশাসনের কাজ করতে অনেক সুবিধা হবে। মানুষজনকে সেই মতো সতর্ক করতে পারবে প্রশাসন।এ ব্যাপারে প্রশাসনিক এক আধিকারিক জানান, এই যন্ত্রের মধ্যে সেন্সর বসানো রয়েছে। সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে সেটি চার্জ হবে। আলাদা করে কোনও ব্যক্তিকে সেটি পরিচালনা করতে হবে না।জল কখন বাড়ছে, কখন কমছে- সবটাই সে নিজেই রেকর্ড করবে এবং সেটা প্রযুক্তির সাহায্য তৎক্ষনাত পৌঁছে যাবে ঐ কেন্দ্রে।গোসাবার পর এবার বাসন্তীর হোগল নদীতে বসবে এই যন্ত্র।তাঁর পরেরটি ঝড়খালিতে বসানোর কথা রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেল।

নল বসলেও বহু গ্রামে পৌঁছায়নি পানীয় জল, পাইপ লাইনের ত্রুটিতে হচ্ছে অপচয়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: নল বসলেও বহু গ্রামে পৌঁছায়নি পানীয় জল, অথচ পাইপ লাইনের ত্রুটির কারণে বহু জায়গায় অবাধে অপচয় হচ্ছে পানীয় জল। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া হুঁশিয়ারির পরেও নির্বিকার জন স্বাস্থ্য কারিগরি দফতর ।

রাজ্যের খরা পীড়িত জেলাগুলির অন্যতম বাঁকুড়া জেলা। বর্ষাকাল বাদ দিলে বছরের বাকি সময় সামান্য পানীয় জলের জন্য হাহাকার করতে হয় বিভিন্ন গ্রামের মানুষকে। বহু গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন পৌঁছালেও কার্যত নির্জলাই থেকে গেছে গ্রামগুলি। কিন্তু অন্যদিকে পাইপ লাইন ত্রুটির কারনে প্রতিদিন গড়িয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার গ্যালন পানীয় জল। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া হুঁশিয়ারির পরেও নির্বিকার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর।

সরকারি কোটি কোটি টাকা খরচ করে বাঁকুড়া জেলায় রূপায়িত হয়েছে একাধিক জল প্রকল্প। যার মধ্যে সবথেকে বড় প্রকল্প হল দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পাইপ লাইনে জল নিয়ে গিয়ে বাঁকুড়ার একাধিক ব্লকের গ্রামে গ্রামে সেই জল পৌঁছে দেওয়া। সেই কাজ অনেকাংশে সম্পূর্ণ হয়ে গেলেও বিভিন্ন কারণে বহু গ্রাম এখনো থেকে গেছে নির্জলা। জেলায় এমন বহু গ্রাম রয়ে গেছে যেখানে জল সরবরাহের পাইপ লাইন পৌঁছেছে। বাড়ি বাড়ি দেওয়া হয়ে গেছে জলের সংযোগও। কিন্তু ২- ৩ বছর পেরিয়ে গেলেও জল পৌঁছায়নি গ্রামে। জেলার বিভিন্ন গ্রামে যখন এমন অবস্থা তখন কিন্তু প্রশাসনের নাকের ডগায় বহু জায়গায় অবাধে পাইপ লাইনের ছিদ্র দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার গ্যালন জল। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে বাঁকুড়ায় যাওয়া মেইন পাইপ লাইনের প্রায় প্রতিটি চাবিতেই দিনভর পড়তে থাকে বিপুল পরিমাণ জল। এজন্য পাইপ লাইনের যান্ত্রিক ত্রুটিকেই দায়ী করছেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের দাবী পাইপলাইনে এই যান্ত্রিক ত্রুটির কারনে প্রতিদিন যে পরিমাণ জল অপচয় হয় তা দিয়ে বাঁকুড়ার মতো খরাপীড়িত জেলার বহু গ্রামের পানীয় জলের চাহিদা মেটানো সম্ভব হত। বাঁকুড়া দুর্গাপুর ব্যস্ততম রাজ্য সড়কের ধারে স্থানে স্থানে এভাবে পাইপ লাইন থেকে জল গড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা অজানা থাকার কথা নয় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের। মুখ্যমন্ত্রীও বারেবারে এ সম্পর্কে প্রকাশ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কিন্তু তারপরেও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়না জানেন না কেউই। বিরোধীদের দাবী একদিকে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার অভাব আর অন্যদিকে শাসক দলের স্থানীয় নেতা নেত্রীরা সবক্ষেত্রেই কাটমানি খাচ্ছে। মানুষের প্রয়োজনে তাঁদের নজর নেই। তাই এমন অবস্থা। বড়জোড়ার বিধায়ক অবশ্য অন্য যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর দাবী বিষয়টি নিয়ে জন স্বাস্থ্য কারিগরি দফতরকে জানানো হলে তাঁরা জানিয়েছেন পাইপ লাইনের ওই অংশগুলি দিয়ে জল বেরিয়ে না পড়লে জলের চাপে ফেটে যেতে পারে পাইপ। তাই সব জেনেশুনেও জল অপচয় বন্ধের চেষ্টা হয়নি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অনুব্রত ফের এসআরডিএ চেয়ারম্যান

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ফের রাজ্য সরকারের স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এস আর ডিএ) এর চেয়ারম্যান পদে অনুব্রত মণ্ডল বহাল থাকলো। দীর্ঘ দুবছর অনুব্রত মণ্ডলের অনুপস্থিতিতে এস আর ডিএ চেয়ারম্যান পদে কাউকে বসানো হয়নি ফাঁকা ছিল। তাই রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুব্রত মণ্ডলের পদ ফিরিয়ে দেওয়া হলো। যদিও তিনি এখনো বীরভূম তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি পদে রয়েছেন। এই প্রসঙ্গে অনুব্রত মণ্ডল বলেন আমার অনুপস্থিতিতে ওই পদে নূতন করে কেউ বসেছিল বলে আমার জানা নেই আমি ছিলাম আমি আছি নতুন কিছু নয়।

অপরাজিতা বিল আইনে পরিণত করার দাবিতে মিছিল তৃণমূলের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: অপরাজিতা বিল আইনে পরিণত করার দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের। শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বালুরঘাট হাই স্কুল ময়দান থেকে এই প্রতিবাদ মিছিলটি শুরু হয়। এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী স্নেহলতা হেমব্রম সহ আরো অনেকে।

জানা গিয়েছে, খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় দোষীর সাজার ব্যবস্থা করতে বিধানসভায় 'অপরাজিতা' বিল আনে রাজ্য সরকার। নারী ও শিশু সুরক্ষায় অপরাজিতা বিলকে দ্রুত আইনে পরিণত করার দাবিতে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে রাজ্য জুড়ে। তারই অংশ হিসেবে এ দিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে মহা মিছিলের আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী স্নেহলতা হেমব্রম জানান, 'রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই মহা মিছিলের ডাক দেয়া হয়েছে। অপরাজিতা বিলটিতে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর না করায় সেটি আইনে পরিণত হয়নি। দ্রুত যাতে বিলটি আইনে পরিণত হয়, তার দাবিতেই আমাদের এই মহা মিছিল।'

নবগ্রাম তৃণমূলের ওয়াকফ বিল বিরোধী মিছিলে ব্যাপক ভিড়

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিলে জনজোয়ার। হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে স্তব্ধ নবগ্রাম। বিধানসভা ভোটের পূর্বে এত বড় মিছিল রীতিমতো ভাবাবে বিরোধীদেরকে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। জানা যায় নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতি অমিত শাহের মন্তব্যের প্রতিবাদে ও ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে বিরাট ধিক্কার মিছিল অনুষ্ঠিত হল।

শনিবার বৈকালে নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় থেকে কালিতলা মোড় পর্যন্ত ধিক্কার মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে অংশ নেন হাজার হাজার কর্মী সমর্থক। দলীয় সূত্রে খবর ১৫ হাজার লোকের উপস্থিতি বলেই দাবি বিধায়কের। বিধানসভা ভোটের পূর্বে এত বড় মিছিল যা ঐতিহাসিক বলেই মন্তব্য নেতৃত্বের।

এদিনের ধিক্কার মিছিল থেকে একদিকে যেমন অমিত শাহের মন্তব্যের প্রতিবাদে স্লোগান উঠতে থাকে তেমনি ভাবে ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতেও আওয়াজ উঠতে থাকে। মিছিল শেষে উপস্থিত নেতৃত্বের বক্তৃতা দানের মাধ্যমে সভা শেষ হয় নবগ্রাম বাসস্ট্যান্ডে।

উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর লোকসভার সংসদ খলিলুর রহমান, নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল, নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ এনায়েতুল্লা। এছাড়াও মিছিলে অংশ নেন ছাত্র নেতৃত্ব, শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব, মহিলা নেত্রী সহ নবগ্রামের বিভিন্ন স্থানের নেতৃত্ব সহ হাজার হাজার কর্মী সমর্থকগণ।

কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গায় বই ও সংস্কৃতি মেলার সূচনা মন্ত্রীর

ফিরোজ হোসেন ● কোচবিহার

আপনজন: বইপ্রেমী, সংস্কৃতিমনস্ক ও পরিবেশ সচেতন ঘোকসাডাঙায় চারদিনব্যাপী বই ও সংস্কৃতি মেলা উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে শুরু হল পঞ্চম বর্ষ বই ও সংস্কৃতি মেলা। এই মেলার আয়োজক ঘোকসাডাঙ্গা সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি সংঘ । উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙ্গা ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন, ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. গোবিন্দ রাজবংশী সহ অন্যান্যরা। আগত অতিথিদের বৈরাতি নাচ, পুষ্পস্তবক ছিটিয়ে বরণ করা হয়। পঞ্চম বর্ষ বই ও সংস্কৃতি মেলার আয়োজক ঘোকসাডাঙ্গা সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি সংঘের সভাপতি আবুল হোসেন মিয়াঁর কথায়, 'এবছরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনীর স্টল বসেছে। তাছাড়া প্রতিদিন বইমেলা চত্বরে সাংস্কৃতিক মঞ্চে নাটক সহ নানা প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঘোকসাডাঙা বই ও সংস্কৃতি মেলার একটি গৌরবময় অধ্যায় - "আব্দুল হোসেন আহমেদ (হাসান মাষ্টার) স্মৃতি পুরস্কার"।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আব্দুল হোসেন আহমেদ ছিলেন এলাকার একজন সম্মাননীয় শিক্ষক এবং সমাজসেবক। কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা ২ ব্লকে এই স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও সমাজসেবা এই পাঁচটি বিভাগ। পঞ্চম বর্ষ ঘোকসাডাঙা বই ও সংস্কৃতি মেলার শেষ দিনে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। পুরস্কার প্রদান করবেন আব্দুল হোসেন আহমেদের জ্যেষ্ঠ পুত্র অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মোঃ সামসুল হক, জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ ফাতেমা খাতুন ও কনিষ্ঠা কন্যা রমিছা খাতুন।

ঘোকসাডাঙা সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি সংঘের সম্পাদক মৃদুল দাস জানান, "এবারের বই ও সংস্কৃতি মেলার থিম 'গাছ লাগান' কে সামনে রেখে এলাকাবাসীকে বৃক্ষরোপণে এবং এলাকার সবুজায়নে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে" । বিভিন্ন ধরনের বইয়ের স্টলের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্যসভা, আলোচনাসভা, ক্যুইজ, উত্তরবঙ্গ লোক নৃত্য, লোকগান ভাওয়াইয়া। এছাড়াও থাকছে সঙ্গীতানুষ্ঠান।

পূর্বস্থলীতে তিন দিনের লোকসংস্কৃতি উৎসব শুরু

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্বস্থলি ১ ব্লকের রাজাপুর ভাতশালা ধীরেন্দ্রনাথ বিদ্যাপীঠ স্কুল সংলগ্ন মাঠে তিন দিনের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি এবং যাত্রা উৎসবের সূচনা হয়েছে। আজ, ৩ জানুয়ারি, মতিলাল রায় মুক্ত মঞ্চে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার, মাননীয়া সংসদ শর্মিলা সরকার, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, পূর্বস্থলি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং বিভিন্ন বিশিষ্টজন। উৎসবটি ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় মতিলাল রায়ের মূর্তিতে মাল্যদান ও এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার মাধ্যমে। মতিলাল রায় আধুনিক যাত্রা পালার জনক হিসেবে সুপরিচিত, এবং তার স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে এই উৎসব আয়োজন করা হয়েছে। উৎসবে মোট ৩০০ জন লোকশিল্পী অংশগ্রহণ করছেন।

স্থানীয় মানুষদের মধ্যে উৎসবকে ঘিরে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। লোকসংস্কৃতি ও যাত্রাপালার প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়াতে এই ধরনের উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তাদের হস্তশিল্পের স্টল বসিয়েছেন। একই সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের খাবারের স্টল, যা উৎসবের পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

উৎসবের প্রথম দিন লোকশিল্পীদের পরিবেশনা ও যাত্রাপালার মাধ্যমে দর্শকরা সমৃদ্ধ বাংলার সংস্কৃতির স্বাদ উপভোগ করেছেন। এলাকার মানুষ মনে করছেন, এই উৎসব শুধু বিনোদনের জন্য নয়, তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিধায়কে নারায়ণের তত্ত্বাবধানে ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা অশোকনগরে

এম মেহেদী সানি ● অশোকনগর

আপনজন: আগামী ১২ ই জানুয়ারি থেকে শুরু হবে অশোকনগর উৎসব। সেই উৎসবেরই অঙ্গ হিসাবে এবছর নতুন সংযোজন হলো 'ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা।' অশোকনগর উৎসব কমিটির প্রধান বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর মস্তিষ্ক প্রসূত এই নয়া উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শিক্ষানুরাগীরা। জানা গিয়েছে, অশোকনগর বিধানসভার অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় ৬৮০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত তিনটি বিভাগে পরীক্ষা হয় অশোকনগর নেতাজী শতবার্ষিকী কলেজে। বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী নিজে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করেন। বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আসা শিক্ষার্থীদের কথায়, 'এমন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে, এবং সাহস জোগাবে।' এমন উদ্যোগের জন্য বিধায়ককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিভাবকরাও। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কৃতি শিক্ষার্থীদের অশোকনগর উৎসব থেকে সংবর্ধিত করা হবে বলেও জানা গিয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সন্তোষ প্রকাশ করে নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'দুরন্ত প্রতিযোগিতায় ছেলেমেয়েদের যুগ উপযোগী করে তুলতে এই পরীক্ষা সহায়ক হবে।' এবছর অশোকনগর উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ চমক রয়েছে বলেও বিধায়ক জানান।

হাতির আক্রমণে গুরুতর জখম এক মহিলা

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: দিনের বেলায় গোরু চরাতে গিয়ে বুনো হাতির আক্রমনে গুরুতর জখম এক মহিলা।

শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙ্গা চা বাগানের ডায়না লাইন শ্রমিক মহল্লা এলাকায়। জখম মহিলার নাম মালতি সাউ (বয়স ৪৫)। বাড়ি ওই শ্রমিক মহল্লাতেই।

গোরুমারা অভয়ারন্য ও ডায়না বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় প্রত্যন্ত এই চা বাগান। হাতি, বাইসন, চিতা সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর আনাগোনা এই চা বাগানে।

শনিবার দুপুরে ওই মহিলা বাড়ির গোরু চড়াতে বনাঞ্চল সংলগ্ন মাঠে যান।

সেই সময় হঠাৎ এক বুনো হাতি বেরিয়ে এসে তার উপর আক্রমণ করে বলে জানান। হাতি পা দিয়ে লাথি মারে মহিলাকে। ঘটনায় মারাত্মকভাবে জখম হন মহিলা। পরে হাতি চলে গেলে চা বাগানের শ্রমিকরা তাকে উদ্ধার করে সুলকাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে আসে।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলাকে মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন বন কর্মীরা। এহেন ঘটনায় অত্র এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

প্রথম নজর

পৃথিবীর সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি ১১৬ বছর বয়সে মারা গেছেন

আপনজন ডেস্ক: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর ও টাইটানিক জাহাজ ডুবে যাওয়ার আগে জন্মগ্রহণকারী বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি জাপানি নারী টোমিকো ইতুকা মারা গেছেন। জাপানের হাইগো প্রিফেকচারের আশিয়া শহরের একটি নার্সিং হোমে মারা গেছেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১১৬ বছর। শনিবার এক বিবৃতিতে আশিয়া শহরের মেয়র বলেছেন, গত রোববার মারা গেছেন ইতুকা। তবে তার মৃত্যুর কোনও কারণ জানাননি তিনি।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বার্ধক্যজনিত জটিলতার কারণে শান্তিপূর্ণভাবে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।
মেয়র রিয়োসুকে তাকাশিমা বলেছেন, ‘‘আমি আমার গভীর সমবেদনা জানাই। ইতুকার দীর্ঘ জীবন আমাদের সাহস এবং আশা দিয়ে গেছে। আমি আবারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই।’’
১১৭ বছর বয়সে স্পেনের মারিয়া ব্রানিয়াস মোরেরার মৃত্যুর পর ইতুকাকে গত বছরের সেপ্টেম্বরে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক জীবিত ব্যক্তি হিসাবে ঘোষণা দেয়। জাপানের পশ্চিমাঞ্চলীয় ওসাকা শহরে ১৯০৮ সালের ২৩ মে জন্মগ্রহণ করেন ইতুকা। বাবা-মায়ের তিন সন্তানের একজন ছিলেন তিনি। সেখানে একটি পোশাকের দোকান চালাতেন তিনি। তার বেড়ে ওঠার সময় রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে জাপানের উত্থান ঘটে এবং এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে সম্প্রসারণ শুরু হয় দেশটির। তার জন্মের বছরে মার্কিন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের প্রশাসনের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে জাপান। এর মাধ্যমে জাপানের কোরীয় উপদ্বীপের অধিগ্রহণকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ায় দেশটি। জীবদ্দশায় নিজ দেশকে এশীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হিসাবে আবির্ভূত হতে দেখেন তিনি। বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪৫ সালে জাপানের পরাজয়ের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য আর শিল্পখাতের জায়ান্ট হয়ে ওঠা এবং শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে আবারও নিজ দেশের উত্থান দেখে গেছেন ইতুকা। বিশ্বযুদ্ধের আগে জাপানে বেড়ে ওঠা ইতুকা দেশটির টেক্সটাইল কোম্পানির মালিক কেনজি ইতুকাকে বিয়ে করেন। তার দুই মেয়ে ও দুই ছেলে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ব্যবসা পরিচালনার জন্য জাপানে থেকে যান।
সেই সময় জাপানি উপনিবেশ কোরিয়ায় একটি কারখানার তদারকির জন্য কোরিয়ায় পাড়ি জমান তার স্বামী।
জেরোন্টোলজি রিসার্চ গ্রুপের বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তিদের তথ্য-উপাত্তের রেকর্ড রাখে। প্রতিষ্ঠানটির মতে, টোমিকো ইতুকা একা হাতে জাপানি অফিস পরিচালনা এবং এই সময়ের মধ্যে সন্তানদেরও লালনপালন করেছিলেন। বিয়ের ৫১ বছর পর ১৯৭৯ সালে তার স্বামী মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর ওসাকার বাইরের আশিয়া শহরে চলে যান ইতুকা। সত্তরের কোটায় বয়স থাকাকালীন ইতুকা প্রায়ই পর্বতে আরোহণ করতেন। সেই সময় জাপানের ৩ হাজার ৬৭ মিটার (১০ হাজার ৬২ ফুট) উচ্চতার মাউন্ট ওনটেক পর্বতে দু’বার আরোহণ করেন তিনি।

২৪ সালে আমেরিকায় গুলিতে প্রাণ ঝরেছে দৈনিক ৪৫ জনের

আপনজন ডেস্ক: গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুকের গুলিতে প্রাণ ঝরেছে ১৬ হাজার ৫৭৬ আমেরিকানের। অর্থাৎ দৈনিক গড়ে মৃত্যু হয় ৪৫ জনের অধিক আমেরিকানের।
এরমধ্যে শিশু-কিশোরের সংখ্যা ৫১৫১ জন। পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে ১১৩৩ জন। অর্থাৎ দৈনিক গড়ে ৩ জনের অধিক নিরস্ত্র আমেরিকানের মৃত্যু হয়েছে পুলিশের গুলিতে। আগের বছরের তুলনায় নিহতের সংখ্যা কিছুটা কমলেও বন্দুক সহিংসতা নিয়ে বিরাজিত উদ্বেগ আদৌ কমেনি। বন্দুক সহিংসতার তথ্য সংরক্ষণকারি ‘গান ভায়োলেন্স আর্কাইভ’ সূত্রে আরো জানা গেছে আগের বছরের তুলনায় বন্দুক সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা কমেছে ১২%। একইভাবে পুলিশের গুলিতে নিরস্ত্র আমেরিকানের প্রাণ ঝরার সংখ্যাও কিছুটা কমেছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, গত বছর আমেরিকায় বন্দুক বিক্রি হয়েছে ১ কোটি ৩৬ লাখ।

মার্কিন শপিং সেন্টারে ভয়াবহ আগুনে ৫৭৯ প্রাণীর করুণ মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের উত্তরাঞ্চলীয় শহর ডালাসে একটি শপিং সেন্টারে ভয়াবহ আগুনে অন্তত ৫৭৯টি প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় সকালে এ অগ্নিকাণ্ডটি ঘটে। মৃত প্রাণীদের মধ্যে বেশিরভাগই ছোট পাখি ছিল বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
ডালাস ফায়ার-রেসকিউ মুখপাত্র জেসন ইভান্স এক বিবৃতিতে বলেছেন, উত্তর-পশ্চিম ডালাসের প্লাজা লাতিনায় পোষা প্রাণীর দোকানে ৫৭৯টি প্রাণী ধোঁয়ায় শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেছে।
আগুনের শিখা পশুদের কাছে পৌঁছায়নি। মুরগি, হ্যামস্টার, দুটি কুকুর এবং দুটি বিড়ালও মারা গেছে বলে ইভান্স জানিয়েছেন।
তিনি আরো জানান, আগুন প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে জ্বলছিল এবং প্রায় ৪৫ জন দমকলকর্মী সকাল ১১ টার দিকে আগুন নিভিয়ে ফেলে।
কর্মীরা অনুসন্ধান ও উদ্ধারের চেষ্টা করলেও দুর্ভাগ্যবশত ধোঁয়ায় শ্বাস বন্ধ হয়ে দোকানের সকল প্রাণী মারা যায়। তবে আগুনে কোনো মানুষ হতাহত হয়নি।
ইভান্স বলেন, ‘আগুনে আংশিকভাবে ধসে পড়েছে ভবনের ছাদ। ফলে একতলা শপিং সেন্টারের কাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।’
তবে আগুন লাগার কারণ তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণ করা যায়নি। এ ঘটনা তদন্তাধীন রয়েছে বলে ইভান্স বলেছেন।

ট্রাম্পের হোটেলের সামনে টেসলার গাড়ি বিস্ফোরণ, যা জানাল এফবিআই

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে অবস্থিত নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোটেলের সামনে ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান টেসলার অন্যতম আধুনিক গাড়ি ‘সাইবার ট্রাক’ বিস্ফোরিত হয়। একই দিন যুক্তরাষ্ট্রের আরো দুই স্থানে বন্দুক হামলা হওয়ায় ঘটনাটিও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ফলে জরুরি তদন্তে নামে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ‘ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)’। সাইবার ট্রাক বিস্ফোরণ নিয়ে এফবিআই তাদের তদন্তের ফলাফল জানিয়েছে। বলেছে, বিস্ফোরণটির সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক নেই। সাইবার ট্রাকচালক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আর সেই চালক ছিলেন মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের সদস্য ম্যাথিউ লিভলসবার্গার। শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) তদন্তকারী দলের সদস্যরা লাস ভেগাসে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান।
সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিস্ফোরণের সাথে সন্ত্রাসের কোনো যোগসূত্র পায়নি তদন্তকারীরা। ম্যাথিউ পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডারে (পিটিএসডি) ভুগছিলেন। এটি এক ধরনের মানসিক অবসাদজনিত সমস্যা যা শারীরিক এবং মানসিকভাবে আহত কোনো মানুষের মধ্যে দু’সপ্তাহ থেকে ছয় মাস পর্যন্ত থাকতে পারে।
৩৭ বছর বয়সী ম্যাথিউ লিভলসবার্গার নববর্ষের দিন লাস ভেগাসে নবনির্বাচিত ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোটেলের কাছে সাইবার ট্রাকটি দাঁড় করান। এরপর সেটি বিস্ফোরণ ঘটান। ঠিক একই মুহূর্তে নিজ মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেন। ট্রাকটি বিস্ফোরিত হলে পাশের ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের কাঁচ ভেঙে সাতজন আহত হন। তবে এফবিআই আরো তদন্ত চালাচ্ছে। তারা লিভলসবার্গারের ব্যবহৃত ডিভাইসগুলো পরীক্ষা করে দেখছেন। এ ছাড়া অন্যান্য কোনো সূত্রও যোগ করার চেষ্টা করছেন। যাতে তার মানসিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার গোড়ার দিকের তথ্য জানা যায়। এছাড়া তাকে কেউ আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
গত বুধবার ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের সামনে টেসলার সাইবার ট্রাকটি বিস্ফোরিত হয়। এতে ট্রাকটিতে আগুন ধরে যায়। হোটেলের ভেতরে ও বাইরে প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণ করা ভিডিওতে দেখা গেছে, গাড়িটি হোটেলের বাইরে দাঁড় করানো ছিল। হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে আগুনের শিখা বের হতে থাকে। মুহূর্তে গাড়িটি পুড়ে যায়।
নিউ অরলিন্সে নববর্ষের দিন উদযাপনকারীদের ভিড়ের মধ্যে একটি ট্রাক চালিয়ে এবং গুলি করে ১৫ জনকে হত্যার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর টেসলার গাড়িতে আগুন লাগে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়।

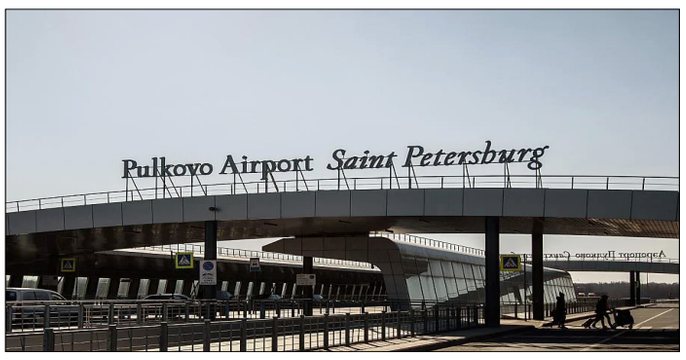

রাশিয়ার বাল্টিক সাগরীয় বন্দর নগরী সেন্ট পিটার্সবার্গের পুলকোভো বিমানবন্দরে বিমান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে। তবে কেন ফ্লাইট স্থগিত করা হয়েছে সে বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

চিনে সবজির বাজারে ভয়াবহ আগুন, নিহত ৮

আপনজন ডেস্ক: চীনের উত্তরাঞ্চলীয় হেবেই প্রদেশের ঝাংজিয়াকু শহরের একটি সবজির বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত আটজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ১৫ জন।
চীনের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন সিসিটিভি জানিয়েছে, শনিবার (৪ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে এই আগুন লাগে। পরে এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে আগুনের কারণ জানা যায়নি।
কর্তৃপক্ষ বলছে, আগুন লাগার এ ঘটনার কারণ অনুসন্ধান চলছে। ইচ্ছাকৃত না কি দুর্ঘটনা সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, চীনের ওয়েইবো মাইক্রোব্লগিং সাইটে অন্যান্য মিডিয়া আগুনের বেশকিছু ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। এতে বাজারটি আগুনের ধোঁয়ায় অন্ধকার থাকতে দেখা গেছে। এই বাজারটি ২০১১ সালে খোলা হয়। সেখানে ফল এবং সামুদ্রিক খাবার থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক্স আইটেমও বিক্রি হতো।

জার্মানিতে আতশবাজি পোড়ানো বন্ধে হাজারো মানুষের আবেদন

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপের দেশটি জার্মানিতে ব্যক্তি পর্যায়ে ফায়ারওয়ার্কস বা আতশবাজি পোড়ানো বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে আবেদন করেছেন ২৭ হাজারের বেশি জার্মান। জার্মানির পুলিশ ইউনিয়ন অনলাইন পিটিশনটির আয়োজন করেছে।
নতুন বছর, অর্থাৎ ২০২৫ সালের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে আতশবাজি দুর্ঘটনায় হতাহতের পর এমন আবেদন জানান তারা। জার্মানিতে নববর্ষ উদযাপনের সময় আতশবাজি দুর্ঘটনায় এবার অনেকে আহত ও অন্তত পাঁচজনের মৃত্যুর পর বিষয়টি আবারও আলোচনায় আসে। এ ছাড়া দেশটির বেশ কিছু শহরে জরুরি সহায়তাকারী দলের ওপর পাথর নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটে। অবশ্য বিষয়টি যে এবারই প্রথম ঘটেছে এমন নয়। পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় রাজধানী বার্লিনের এক কর্মকর্তা আহতও হয়েছেন।
আহতের মাত্রা এমন ছিল যে তার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়।
রাজনীতিবিদদের দ্বিমত
এদিকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শুক্রবার অগ্নিনির্বাপণকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজ বলেন, বিষয়টি পরিষ্কার, নতুন নিয়ম দরকার।
তিনি আরো বলেন, ‘উদযাপনের জন্য কোনো ধরনের আড়ম্বর করা যেতে পারে সে বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার নিয়ম থাকতে হবে এবং যারা নিয়ম মানবে না তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এটিই সঠিক পথ।’ অন্যদিকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়—এমন কোনো নিয়মের বিপক্ষে মত দিয়েছেন সাবেক বিচারমন্ত্রী মার্কো বুশম্যান। তিনি বলেন, ‘পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা যথাযথ হবে না। কারণ এটি সামগ্রিক পর্যায়ের শাস্তি হয়ে উঠবে।’ এ ছাড়া রাজধানী বার্লিনের মেয়র কাই ভেঙ্গার বৃহস্পতিবার বলেন, এ বিষয়ে নতুন নিয়ম প্রয়োজন। তবে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরোধিতা করেন।
মেয়র বলেন, ‘বার্লিনের বেশির ভাগ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে নতুন বছর উদযাপন করেছে।
আমরা কেন তাদেরকে ও তাদের পরিবারকে নতুন বছরের আনন্দময় ঐতিহ্যবাহী ফায়ারওয়ার্কস থেকে বিরত রাখব?’ নতুন বছরের আগেই জার্মানির পুলিশ ইউনিয়ন জিডিপি ও জার্মান মেডিক্যাল ইউনিয়ন ব্যক্তিগত পর্যায়ের ফায়ারওয়ার্কস আয়োজনের নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানায়। অনলাইন পিটিশনটি শুরু করা পুলিশ ইউনিয়নের যুক্তি, পুলিশ ও জরুরি সহায়তাকারীদের ওপর সহিংসতা ঠেকাতে এই নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে ব্যক্তি পর্যায়ে না করে এমন আয়োজন শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার জন্যও নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন বলে মত তাদের। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘সর্বশেষ আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্যতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।’

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

খুব দ্রুত যুদ্ধবিরতি চুক্তি চায় হামাস

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে কাতারের দোহায় পুনরায় একটি নতুন পরোক্ষ আলোচনা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস।
হামাসের জেষ্ঠ্য নেতা বাসেম নাইম এক বিবৃতিতে জানান, চুক্তিতে পৌঁছানোর ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে যত দ্রুত সম্ভব সমঝোতার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
নতুন আলোচনায় একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি ও দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর প্রত্যাহার নিয়েও আলোচনা হবে বলে যোগ করেন তিনি।
দু’দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছে তিন রাষ্ট্র কাতার, মিশর ও যুক্তরাষ্ট্র। মাসব্যাপী ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে কয়েক দফায় আলোচনা করছে তারা। তবে গাজায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান ধ্বংসাত্মক সংঘাতের অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে তাদের আলোচনা। চুক্তির বাধা হিসেবে স্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে ইসরায়েলের অনীহাকে প্রধান কারণ হিসেবে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
গত বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর অফিস সূত্রে জানা যায়, তিনি দোহায় আলোচনার জন্য ইসরায়েলি আলোচকদের অনুমোদন দিয়েছেন। তবে যুদ্ধবিরতি বিলম্বে এরপর একে অন্যকে দোষারোপ করে হামাস ও ইসরায়েল। হামাস জানায়, ইসরায়েল নতুন শর্ত আরোপ করেছে।
বহু বছর ধরে সাধারণ ফিলিস্তিনিদের ওপর চালানো নির্যাতন, বর্বরতা, গণহত্যা, ধর্ষণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ভূমি দখলসহ বিভিন্ন গুরুতর অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে গত বছরের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে প্রবেশ করে হামলা চালায় হামাস।
নজিরবিহীন এ হামলায় ১২০০ ইসরায়েলিকে হত্যা করা ছাড়াও প্রায় ২৫০ জন ইসরায়েলি ও বিদেশি নাগরিককে বন্দি করে গাজায় নিয়ে আসে হামাস। একই দিন থেকে হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে গাজায় নির্বিচারে বোমা ও স্থল হামলা করে আসছে দখলদার ইসরায়েল। তাদের হামলায় এই পর্যন্ত সাড়ে ৪৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো এক লাখের বেশি মানুষ।
২০২৩ সালের নভেম্বরে কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে সাতদিনের একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছিল। চুক্তির আওতায় হামাস শতাধিক ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্তিও দেয়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১০মি.

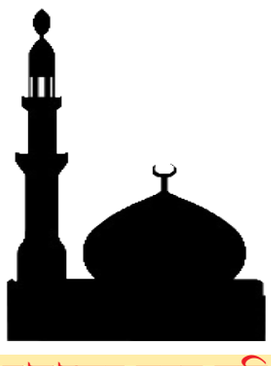

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫২	৬.১৮
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৩.৩০	
মাগরিব	৫.১১	
এশা	৬.২৫	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

প্রায় ৬ হাজার বন্দিকে মুক্তি দিচ্ছে মিয়ানমার

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মিয়ানমার। ১৯৪৮ সালের আজকের দিনে মিয়ানমার (তৎকালীন বার্মা) ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সাধারণ ক্ষমার আওতায় প্রায় ৬ হাজার বন্দিকে মুক্তি দিচ্ছে দেশটির সামরিক সরকার। শনিবার (৪ জানুয়ারি) দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে সূত্রে জানা যায়, মোট ৫ হাজার ৮৬৪ জন বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হবে। তাদের মধ্যে ১৮০ জন বিদেশিও রয়েছে। ২০২১ সালের শুরুর দিকে সামরিক বাহিনী একটি নির্বাচিত বেসামরিক সরকারকে উৎখাত করে।

দামেস্ক বিমানবন্দরে আবারও চালু হচ্ছে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়া শনিবার এক ঘোষণায় জানিয়েছে, দামেস্কে অবস্থিত দেশটির প্রধান বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল কার্যক্রম আগামী মঙ্গলবার থেকে আবারও শুরু হবে। গত মাসে প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর এ বিমানবন্দরে বাণিজ্যিক ফ্লাইট আসা-যাওয়া বন্ধ ছিল।
দেশটির বেসামরিক বিমান চলাচল ও বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রধান আশহাদ আল-সালিবির উদ্ধৃতি দিয়ে রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সানা বলেছে, ‘আমরা ঘোষণা করছি, আগামী মঙ্গলবার থেকে দামেস্ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট আসা-যাওয়া শুরু হবে।’
এ ছাড়া তিনি বলেন, ‘আমরা আরব ও আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনসগুলোকে আশ্বস্ত করছি, আলেপ্পো ও দামেস্ক বিমানবন্দর পুনরুদ্ধারের কাজ আমাদের সহযোগীদের সহায়তায় শুরু করেছি, যাতে তারা আবার বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফ্লাইট পরিচালনা করতে পারে।’
এদিকে আন্তর্জাতিক ত্রাণবাহী বিমান ও বিদেশি কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল ইতিমধ্যে সিরিয়ায় অবতরণ করছে। অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটগুলোও ফের চালু হয়েছে। সিরিয়ান এয়ারলাইনসের একজন কর্মী জানান, দামেস্ক থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে ফ্লাইট মঙ্গলবার থেকে ফের শুরু হবে। তবে তিনি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি না থাকায় নাম প্রকাশ করেননি।

নদীতে আফগানিস্তানের বাঁধ, প্রতিবাদ ইরানের

আপনজন ডেস্ক: প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানে একটি নদীতে বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদ করেছে ইরান। হারিরুদ নদীর আফগান অংশে ‘পাশদান বাঁধ প্রকল্প নামের’ বাঁধটি নির্মাণ করা হচ্ছে। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, ওই বাঁধের কারণে নদীর পানিপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হবে। ফলে দুই দেশের মধ্যকার চুক্তির লঙ্ঘন হবে। ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমান্ত ৯০০ কিলোমিটারের বেশি। নদীর পানির প্রাপ্যতা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। এর মধ্যে পাশদান বাঁধ প্রকল্পের নির্মাণ নিয়ে গতকাল শুক্রবার ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এসমেইল বাকেরি প্রতিবাদ জানান। বাঁধ নির্মাণের ফলে হারিরুদ নদীর পানি ইরানে প্রবেশের ক্ষেত্রে ‘অসামঞ্জস্যপূর্ণ বাধার’ মুখে পড়বে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। এক বিবৃতিতে এসমেইল বাকেরি বলেন, ইরানের উদ্বেগের বিষয়গুলো নিয়ে আফগানিস্তানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি রয়েছে, সে অনুযায়ী ইরানের অধিকারের প্রতি সম্মান না জানিয়ে পানিসম্পদ ও নদী অববাহিকার ‘অপব্যবহার’ করা যাবে না। এর আগে গত মাসে এক ভিডিও বিবৃতিতে আফগানিস্তানের অর্থনীতিবিষয়ক উপপ্রধানমন্ত্রী আবদুল গনি বারাদার বলেছিলেন, পাশদান প্রকল্প প্রায় শেষের দিকে রয়েছে। ওই ভিডিও অনুযায়ী, আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশে বাঁধটি নির্মাণ করা হচ্ছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ২০ পৌষ ১৪৩১, ৩ রজব ১৪৪৬ হিজরি

অদৃশ্য ‘জিরাফ’

কথায় আছে–‘চোরের মায়ের বড় গলা/ নিত্য দেখায় ছলাকলা,/ চোরকে নিয়ে বড়াই করে/ চোরের জন্য লড়াই করে।’ প্রশ্ন হইল চোরের মায়ের কেন বড় গলা? কথাটি কোথা হইতে আসিল? কেন আসিল? ইহার মানে কী? এই প্রবাদে কে চোর? কে তাহার মা?

এই প্রবাদটির ‘উৎস’ অনুসন্ধানে জানা যায়, হনুলুলুতে বাস করিত এক চোর। সেই চোর মনে করিতেন–চুরি হইতেছে একধরনের শিল্প, ইটস অ্যান আর্ট। সেই চোরের মা বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করিতেন। চোরের মায়ের জীবনের অন্যতম শখ ছিল–গলাভর্তি গয়না পরা। সেই শখ পূরণ করিতেই ছেলে তাহাকে প্রতি মাসে টাকাপয়সা ছাড়াও একটা করিয়া নেকলেস পাঠাইত। এইভাবে চোরের মায়ের গলাভর্তি গয়নায় ভরিয়া গেল। তাহার বড় গলা ভরা গয়না দেখিয়া গ্রামের সকলেই বলিত ‘বড় গলাওয়ালা মা।’ এমন সময় কোথাও চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল তাহার ছেলে। আইনের লোক তাহার মাকে খুঁজিতে গিয়া জানিতে পারিল–এই এলাকায় চোরের মাকে কেহ চেনেন না। তবে ‘বড় গলাওয়ালা মা’ বলিতেই সকলে চিনিয়া ফেলিল। সেই হইতে নাকি বাংলাদেশে এক নূতন প্রবাদের জন্ম হইল–‘চোরের মায়ের বড় গলা’। আবার অনেকে বলেন–ইহা আসলে কেমোফ্লেজ। এই ধারণাটি আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথের ‘কণিকা’তে প্রকাশিত ‘সন্দেহের কারণ’ কাপলেট হইতে। তাহা হইল–‘কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি।–/ তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।’ আসলে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ চোরের বা চুরির বিপক্ষে। নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, যুক্তি, আইন–কোনো কিছুই চোর বা চুরির পক্ষে কথা বলে না। সেই ক্ষেত্রে গলা বা গলাবাজিই হয় চোর বা চোরের আত্মীয়স্বজনের একমাত্র ভরসা। নিজেদের অপরাধ ঢাকিতে তাহাদের উচ্চৈঃস্বরে চ্যাঁচাইতে হয়। নিজে যে ভালো, তাহা চ্যাঁচাইয়া জানাইতে হয়। গলা ছাড়া চোর বা চোরের মায়ের আসলে অন্য কোনো অবলম্বন নাই। কাজেই যাহারা চড়া গলায় কথা বলেন–তাহাদের সাধুতা লইয়া প্রশ্ন জাগে, যেমনটি কণিকায় বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চোর লইয়া আমাদের দেশে অনেক রকম প্রবাদ-প্রবচন রহিয়াছে। ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ ছাড়াও আমরা উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি–‘চোরে চোরে মাসতুতো ভাই’, ‘চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে’, ‘চোরের সাক্ষী মাতাল’, ‘যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর’, ‘অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ’, ‘চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা’, ‘চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী’ ইত্যাদি। ইহা গেল আমাদের দেশের প্রবাদের কথা; কিন্তু পশ্চিমা দেশে ‘চোর’দের লইয়া এই ধরনের প্রবাদ কি চালু রহিয়াছে? প্রাত্যহিক জীবনে আমরা খুব বেশি না শুনিলেও আন্তর্জালে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জার্মান প্রবাদে আছে–‘সময় হইল চোরের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক। একটা না একটা সময় আসিবেই যখন চোরের স্বরূপ উন্মোচন হইবে।’ জার্মান প্রবাদে আরও বলা হয়–‘যেইখানে হোস্ট নিজেই চোর সেইখানে চুরি আটকানো কঠিন।’ আমেরিকান প্রবাদে বলা হইয়াছে–‘প্রয়োজনীয়তা একজনকে চোর বানাইতে পারে।’ আমেরিকার আরও একটি প্রবাদ আছে–‘চোর ধরিতে বড় চোর লাগে।’ চোর লইয়া জাপানের একটি প্রবাদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেইখানে বলা হইয়াছে–‘একজন চোর তাহার চৌর্যবৃত্তি শিখিতে ১০ বছর সময় নেয়।’ ইতালীয় প্রবাদে বলা হয়–‘যখন ভীষণ বিপদ আসে, চোর তখন সৎ হয়।’ অন্যদিকে ডেনিশ প্রবাদে বলা হয়–‘একজন চোর মনে করে প্রত্যেক মানুষই চুরি করে।’

সুতরাং চোরদের ব্যাপারে সমগ্র বিশ্বই অনেক ধরনের কথা বলিয়াছে; কিন্তু ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ প্রবাদটি আমাদের দেশে এতটাই প্রচলিত যে, একটি বাচ্চাও তাহা জানে। এমনই একটি বাচ্চা বাবার সহিত চিড়িয়াখানায় গিয়া জিরাফ দেখিয়া বলিল–‘ঐ যে একটি চোরের মা!’ আমাদের চারিপাশেও এমনই অনেক অদৃশ্য ‘জিরাফ’ ঘুরিয়া বেড়ায়।

.....

সিরিয়ার কুর্দি যোদ্ধাদের সঙ্গে ইসরায়েল কেন আঁতাত করছে

১০ ডিসেম্বর সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদ সরকারের পতনের পর ইসরায়েল তার প্রতিবেশী দেশটির বিরুদ্ধে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ানক বিমান হামলা শুরু করে। ‘বাশান অ্যারো’ নামে অভিহিত এই অভিযানে ইসরায়েলের ৩৫০টি যুদ্ধবিমান দামেস্ক থেকে তারতাস পর্যন্ত ৩২০টি কৌশলগত লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করেছে। বিমানঘাঁটি, মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান, স্কাড মিসাইল ব্যাটারিজ, ড্রোন ব্যবস্থা, নৌজাহাজের রাডার সিস্টেম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোয় বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। ইসরায়েলের এই হামলায় সিরিয়ার কৌশলগত সামরিক সম্পদের ৭০ শতাংশই ধ্বংস হয়েছে। ফলে সিরিয়ায় ভাগ হয়ে যাওয়া ও দেশটিতে বৈশ্বিক খেলোয়াড়দের প্রভাব বাড়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। লিখেছেন **আলি বাকির..**

অন্যদিকে তুরস্ক ওই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ একজন ক্রীড়নক। ওয়াইপিজিকে তারা অস্তিত্বের হুমকি মনে করে। ইসরায়েলের ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, ‘গোলান অনন্তকালের জন্য ইসরায়েল রাষ্ট্রের অংশ হবে।’ এই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রাধিকার দিতে গেলে সিরিয়ার গোষ্ঠীগুলোর আগাম পরাজয় ঘটতে পারে। সেখানে নতুন সিরিয়া যেন বিভক্ত থাকে। কেননা, সিরিয়া বিভক্ত হলে দেশটি আর ইসরায়েলের নিরাপত্তার ওপর কোনো হুমকি ফেলতে পারবে না।

আসাদের পতনের পর সিরিয়ার লোকেরা এখন নিজেদের দেশ পুনর্গঠনের জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলের আক্রমণ তাদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ একটা বাঁকবদল হতে পারে। সিরিয়ায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের মাত্রা ও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু দেখে কয়েকটি প্রশ্ন সামনে চলে আসে। এই হামলার পেছনে ইসরায়েলের উদ্দেশ্য কী? সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার ওপর এর কী প্রভাব পড়বে। অনেক বিশ্লেষক মনে করের, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোট ইরাক ও লিবিয়ায় আক্রমণের পর দেশ দুটিতে যে রকম বিভাজন সৃষ্টি হয়েছিল, সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। সিরিয়ার গোলান মালভূমির অংশ ইসরায়েল দখলে নেওয়ায় এই অনিশ্চয়তা বেড়েছে। কৌশলগত ও প্রতীকীভাবে গুরুত্বপূর্ণ গোলান মালভূমির অংশ ইসরায়েল নিজেদের দখলে নেওয়ার পর জাতিসংঘ সেটাকে অবৈধ পদক্ষেপ বলেছিল। আসাদের পতনের পর ইসরায়েল গোলানের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়েছে। এমনকি জাতিসংঘের তদারকিতে থাকা নিরপেক্ষ অঞ্চলের দখল তারা নিয়েছে। গোলান মালভূমিতে সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব নিয়ে জাতিসংঘের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও ইসরায়েলে দখলদারির বিরুদ্ধে পশ্চিমারা নিন্দা জানায়নি। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন, ‘গোলান অনন্তকালের জন্য ইসরায়েল রাষ্ট্রের অংশ হবে।’ এই অবস্থান ইসরায়েলের কৌশলগত অবস্থানকে খাটো করে। সিরিয়ার অস্থিতিশীলতার সুবিধা নিয়ে ইসরায়েল তার আঞ্চলিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

১০ ডিসেম্বর সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদ সরকারের পতনের পর ইসরায়েল তার প্রতিবেশী দেশটির বিরুদ্ধে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ানক বিমান হামলা শুরু করে। ‘বাশান অ্যারো’ নামে অভিহিত এই অভিযানে ইসরায়েলের ৩৫০টি যুদ্ধবিমান দামেস্ক থেকে তারতাস পর্যন্ত ৩২০টি কৌশলগত লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করেছে।

বিমানঘাঁটি, মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান, স্কাড মিসাইল ব্যাটারিজ, ড্রোন ব্যবস্থা, নৌজাহাজের রাডার সিস্টেম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোয় বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল।

ইসরায়েলের এই হামলায় সিরিয়ার কৌশলগত সামরিক সম্পদের ৭০ শতাংশই ধ্বংস হয়েছে। ফলে সিরিয়ায় ভাগ হয়ে যাওয়া ও দেশটিতে বৈশ্বিক খেলোয়াড়দের প্রভাব বাড়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এই আক্রমণাত্মক অভিযান বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। ইসরায়েল ও আসাদ সরকারের কৌশলগত বোঝাপড়ার পটভূমি থেকে এটাকে বিচার করা প্রয়োজন। আসাদের আমলে ইসরায়েল দখলকৃত গোলান মালভূমিতে তার স্বার্থ রক্ষা করে গেছে। সম্পর্ক থাকলেও ইসরায়েল আসাদকে একজন সমস্যাজনক প্রতিবেশী হিসাবে দেখত।

গোলান মালভূমিতে অর্ধশতাব্দীকাল ধরে শান্তি বিরাজ করছিল।

আসাদের পতনের পর ইসরায়েল চায় যে তার উত্তরসূরি শাসক, বিদ্রোহী জোট অথবা বিদেশি কেউ যেন ইসরায়েলকে চ্যালেঞ্জ করতে না পারে।

আসাদের পতনের পর সিরিয়ার লোকেরা এখন নিজেদের দেশ পুনর্গঠনের জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলের আক্রমণ তাদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ একটা বাঁকবদল হতে পারে।

সিরিয়ায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের মাত্রা ও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু দেখে কয়েকটি প্রশ্ন সামনে চলে আসে। এই হামলার পেছনে ইসরায়েলের উদ্দেশ্য কী? সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার ওপর এর কী প্রভাব পড়বে।

অনেক বিশ্লেষক মনে করের, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোট ইরাক ও লিবিয়ায় আক্রমণের পর দেশ দুটিতে যে রকম বিভাজন সৃষ্টি হয়েছিল, সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। সিরিয়ার গোলান মালভূমির অংশ ইসরায়েল দখলে নেওয়ায় এই অনিশ্চয়তা বেড়েছে।

কৌশলগত ও প্রতীকীভাবে গুরুত্বপূর্ণ গোলান মালভূমির অংশ ইসরায়েল নিজেদের দখলে নেওয়ার পর জাতিসংঘ সেটাকে অবৈধ পদক্ষেপ বলেছিল।

আসাদের পতনের পর ইসরায়েল গোলানের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়েছে। এমনকি জাতিসংঘের তদারকিতে থাকা নিরপেক্ষ অঞ্চলের দখল তারা নিয়েছে।

গোলান মালভূমিতে সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব নিয়ে জাতিসংঘের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও ইসরায়েলে দখলদারির বিরুদ্ধে পশ্চিমারা নিন্দা জানায়নি।

সঙ্গে ওয়াইপিজির যেকোনো ধরনের আঁতাত ইসরায়েল-তুরস্ক সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি করবে। সেটা বৃহত্তর আঞ্চলিক সংঘাত ডেকে আনতে পারে।

অবস্থান ইসরায়েলের কৌশলগত অবস্থানকে খাটো করে। সিরিয়ার অস্থিতিশীলতার সুবিধা নিয়ে ইসরায়েল তার আঞ্চলিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে। ফলে দেশ গঠন প্রচেষ্টা থেকে থেকে সিরিয়ানদের মনোযোগ সরে যেতে পারে। এ পরিস্থিতিতে ইসরায়েলই লাভবান হয়। ইসরায়েল চায় একটা

ইসরায়েলের পরভূমি দখলে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষার ওপরেও বাধা আসবে না।

সিরিয়ানদের জন্য এই বিভাজন নিষ্ঠুর এক ধাঁধা। দেশ পুনর্গঠনের জন্য তাদের স্থিতিশীলতার দিকেই সব মনোযোগ দেওয়া দরকার। কিন্তু সিরিয়া বিদেশি শক্তির দখলে থাকলে জনগণের একটা বড় অংশই বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করাটাকেই তাদের মূল দায়িত্ব হিসাবে নেবে।

ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে সংহতি বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত কুর্দি গোষ্ঠী দ্য পিপলস প্রটেকশন ইউনিটসের (ওয়াইপিজে) নিয়ন্ত্রিত এলাকা পুররুদ্ধার করার প্রচেষ্টা খাটো হবে।

এ ছাড়া ইসরায়েল শুধু সামরিক স্থাপনায় আক্রমণ করছে না। গোয়েন্দা আর্কাইভও তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। ইসরায়েলসহ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে আসাদ সরকারের সম্পর্কের দলিলগুলো এতে ধ্বংস হয়ে গেছে।

রাশিয়ার মধ্যস্থতায় আসাদ সরকার ও ইসরায়েলের মধ্য গোপন চুক্তি হয়েছিল। আসাদের পতনের পর সেই নথি ফাঁস হয়েছে।

ইসরায়েলের কর্মকর্তারা খোলাখুলিভাবে কুর্দিদের ওয়াইচিজি-এর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার কথা বলেছেন। ওয়াইচিজি কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (পিকেকে) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি গোষ্ঠী। পিকেকেকে তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সন্ত্রাসী সংগঠন মনে করে।

ইসরায়েলের এই অবস্থান আঞ্চলিক বিরোধের সঙ্গে সিরিয়াকে গভীরভাবে যুক্ত করে দেবে। বিশেষ করে তুরস্কের সঙ্গে ইসরায়েলের বিরোধে সিরিয়াকেও জড়িয়ে পড়তে হবে। এ ছাড়া সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ বিভক্তি আরও গভীর হবে।

ওয়াইপিজি এর আগে আসাদ সরকার, ইরান, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন খেলোয়াড়দের সঙ্গে আঁতাতের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। তারা এখন সিরিয়ায় ইসরায়েলের কৌশল পূরণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

কুর্দি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতি ইসরায়েলের সমর্থনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দুর্বল করা।

অন্যদিকে তুরস্ক ওই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ একজন খেলোয়াড়। ওয়াইপিজিকে তারা অস্তিত্বের হুমকি মনে করে। ইসরায়েলের সঙ্গে ওয়াইপিজির যেকোনো ধরনের আঁতাত ইসরায়েল-তুরস্ক সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি করবে। সেটা বৃহত্তর আঞ্চলিক সংঘাত ডেকে আনতে পারে।

এই ধরনের উত্তেজনা সিরিয়াকে আরও অস্থিতিশীল করতে পারে। আঞ্চলিক শক্তিগুলো সেই বিশৃঙ্খলাকে সুযোগ হিসাবে নিয়ে তাদের এজেন্ডা নিয়ে সেখানে হাজির হতে পারে।

আলি বাকির, ইবনে খালদুন সেন্টার ফর হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোসাল সায়েন্সেস-এর সহযোগী অধ্যাপক

মিডলইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের প্রচেষ্টা ঠিক হলেও...

মাইকেল ফ্রোম্যান

রাশিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় বসার আগেই কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছেন। গত ডিসেম্বরের শুরুর দিকে প্যারিসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি ‘তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির’ আহ্বান জানিয়েছিলেন। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ট্রাম্পের প্রচেষ্টা সঠিক। সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা দেওয়া বাড়িয়েছে এবং তাদের রাশিয়ার অভ্যন্তরে আঘাত হানার বিষয়টিকে অনুমোদন দিয়েছে। তারপরও ইউক্রেন পূর্বাঞ্চলে ভূমি হারাচ্ছে এবং তার পুরো ভূখণ্ডে ভয়ানক বিমান হামলার শিকার হচ্ছে।

রাশিয়া এই হামলার মাধ্যমে হয়তো ইউক্রেনের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে পারবে না; কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী এই যুদ্ধ ইউক্রেনকে শেষ পর্যন্ত একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে।

তবে ট্রাম্পের এটি বুঝতে হবে, ইউক্রেনকে সাহায্য দেওয়া চালিয়ে যাওয়া তার নিজের রাজনৈতিক লাভের জন্য এবং আমেরিকার স্বার্থ রক্ষার জন্যও জরুরি।

রিপাবলিকান পার্টির উচিত ট্রাম্পকে সহায়তা বন্ধ না করার পরামর্শ দেওয়া। কারণ, ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়া অব্যাহত রাখলে যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করা সহজ হবে এবং রাশিয়ার ইউক্রেন দখলের পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। অন্যথায়, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে তা শুধু আমেরিকার স্বার্থকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, বরং তা বিশ্বনেতা হিসেবে ট্রাম্পের ভাবমূর্তিও নষ্ট করবে।

পুতিনের যদি মনে হয় আমেরিকা আর ইউক্রেনকে সহায়তা দিচ্ছে না, তাহলে তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। যদি ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা ভেঙে পড়ে এবং রাশিয়া আরও এলাকা দখল করে কিয়েভ পর্যন্ত পৌঁছায়, তাহলে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে ট্রাম্পের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এটি আফগানিস্তানের মতো আরেকটি বিপর্যয়ে পরিণত হবে। আর যদি পুতিন জানেন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে দীর্ঘ সময় ধরে সাহায্য দেওয়া চালিয়ে যাবে, তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন, এই যুদ্ধে জেতা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। সে অবস্থায় যুদ্ধ শেষ করার বিষয়ে তাঁর আন্তরিক উদ্যোগ নেওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে।

ইউক্রেনকে একটি স্থিতিশীল এবং নিরাপদ রাষ্ট্রে পরিণত করার মতো একটি চুক্তি করা সম্ভবত ট্রাম্পের ধারণার চেয়েও বেশি কঠিন হতে পারে। যুদ্ধের পর ভূখণ্ড ভাগ করা তুলনামূলক সহজ কাজ। কারণ যুদ্ধবিরতির সময় যে বাহিনী যেখানে অবস্থান করবে, সেই ভিত্তিতেই ঠিক হবে কোন ভূখণ্ড কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

ইউক্রেনকে সাহায্য চালিয়ে যাওয়া নিশ্চিত করতে হবে, যাতে যুদ্ধবিরতি ইউক্রেন এবং পশ্চিমা বিশ্বের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ রক্ষা করে। ট্রাম্পের এমন কোনো চুক্তি করা ঠিক হবে না, যা ইউক্রেনকে চিরস্থায়ীভাবে রাশিয়ার আগ্রাসনের শিকার করে ফেলে।

একটি দখলকৃত ইউক্রেন শুধু রাশিয়ার জন্য নয়, এটি চীন, ইরান ও উত্তর কোরিয়ার জন্যও বিজয় হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ, এই দেশগুলো রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসনকে সমর্থন করছে এবং এই যুদ্ধ একটি ‘স্বৈরাচারী জোটের’ প্রথম সম্মিলিত উদ্যোগকে উপস্থাপন করছে।

যদি ট্রাম্প ইউক্রেনকে হারান, তাহলে তা আমেরিকার শত্রুদের আরও সাহসী করবে এবং মার্কিন শক্তি ও এর মিত্রদের স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দেহ তৈরি হবে। ইউক্রেনের জন্য একটি খারাপ চুক্তি ট্রাম্পের জন্যও খারাপ চুক্তি হিসেবে ধরা দেবে। ট্রাম্পের উচিত এমন একটি চুক্তি মেনে নেওয়া, যা নিশ্চিত করবে ইউক্রেনের সরকার বর্তমানে যে ৮০ শতাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে, সেটি স্বাধীন, নিরাপদ এবং সফল একটি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

ইউক্রেনকে একটি স্থিতিশীল এবং নিরাপদ রাষ্ট্রে পরিণত করার মতো একটি চুক্তি করা সম্ভবত ট্রাম্পের ধারণার চেয়েও বেশি কঠিন হতে পারে। যুদ্ধের পর ভূখণ্ড ভাগ করা তুলনামূলক সহজ কাজ। কারণ যুদ্ধবিরতির সময় যে বাহিনী যেখানে অবস্থান করবে, সেই ভিত্তিতেই ঠিক হবে কোন ভূখণ্ড কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

পুতিন হয়তো দাবি করতে পারেন, রাশিয়ার দখলকৃত ইউক্রেনের অংশগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ার ভূখণ্ড হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দিক এবং রাশিয়ার ওপর আরোপিত পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হোক। এই শর্তও ট্রাম্প কোনোভাবেই মেনে নিতে পারবেন না।

ট্রাম্প এ ধরনের দাবি মেনে নিলে তা রাশিয়ার দ্বারা অন্য একটি দেশের ভূখণ্ড জোরপূর্বক দখলকে বৈধতা দেওয়া হবে। পুতিন ইউক্রেন আক্রমণের আগের মতো আবারও ইউরোপের নিরাপত্তাব্যবস্থা পুনর্গঠন এবং ন্যাটোর পূর্বাঞ্চল থেকে মিত্র বাহিনী কমানোর দাবি জানাতে পারেন।

তবে ট্রাম্পকে এ ক্ষেত্রে দৃঢ় থাকতে হবে। কারণ, রাশিয়ার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাটোর প্রতিরক্ষা দুর্বল করার সুযোগ নেই।

মোটকথা, ট্রাম্পের ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের প্রচেষ্টা সঠিক হলেও ইউক্রেনের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত না করে কোনো চুক্তি করলে তা হবে কূটনৈতিক ব্যর্থতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের জন্য ক্ষতিকর।

মাইকেল ফ্রোম্যান কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের প্রেসিডেন্ট। চার্লস এ কাপচান জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক ও কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনসের সিনিয়র ফেলো

সৌজন্যে: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

প্রথম নজর

ঢোলায় হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা

সাবির আহমেদ ● ঢোলা

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাটের বেলুনী গ্রামে মাদ্রাসা জামিয়াতুস সুন্নাহ ও রাশিদীয়া জামে মসজিদ কমিটির পরিচালনায় ২রা জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে বিশিষ্ট কারী সাহেবগনের কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলা থেকে বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রায় পঁয়ষট্টিজন ছাত্র প্রতিযোগী হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। ক্ষুদে ক্ষুদে হাফেজদের মনোমুগ্ধকর তিলাওয়াত উপস্থিত শ্রোতাদের অভিভূত করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম থেকে পঞ্চম স্থান অর্জনকারীদের জন্য নগদ পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রথম থেকে পঞ্চম স্থান অর্জনকারীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল।এবছর হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী হলেন ইসমাইল সাফুই(মাদ্রাসা কাঞ্জুল উলুম চিনিপুকুর, ভাঙ্গর)। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দিলশান মন্ডল (মাদ্রাসা হিফজুল কুরআন, বসিরহাট)। তৃতীয় স্থান অধিকারী জায়েদ হোসেন (মাদ্রাসা জামিয়া মুহাম্মদিয়া দারুল উলুম, মুর্শিদাবাদ)। চতুর্থ স্থান অধিকারী হায়দার আলী(মাদ্রাসা আলোর পথ ইনস্টিটিউশন, মুর্শিদাবাদ) ও পঞ্চম স্থান অধিকারী ইরফান মন্ডল (মাদ্রাসা হিফজুল কুরআন, বসিরহাট)। হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বিচারক মন্ডলী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব হাফেজ কারী ইলিয়াস সাহেব, ক্বারী মুস্তাফিজুর রহমান, কারী সামি উদ্দিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঢোলাহাট থানার আই.সি আব্দুল কাদের জিলানী, জামিয়া সুন্নাহ মাদ্রাসার সেক্রেটারি আব্দুল মাজিদ হালদার, সভাপতি আব্দুল মাবুদ হালদার, হাফেজ সারোয়ার হোসেন খান, হাফেজ মাহমুদ গায়েন,মুফতি আব্দুর রাজ্জাক, মোজাফফর হোসেন খান,আব্দুল হাই হালদার,আব্দুল মারুফ হালদার, ওজাইর মোল্লা, আব্দুল্লাহ নাইয়া,ডাঃ আনসার আলী প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মুফতি ওমর ফারুক।

শীতে খেজুর রসের পসরা মালদার গ্রামে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: শীতের মৌসুমে খেজুর রস না হলে হয়। মালদহের খেজুর রস খেতে আকর্ষণ বাড়াচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বামনগোলা ও হবিবপুর, গাজোল এলাকায়। খেজুর গাছের রস চাষিরা শনিবার গাজোল শহরের, কদুবাড়ী এলাকায় খেজুরের রস বিক্রি করছেন খেজুরের রস বিক্রেতারা । শীতের মৌসুমে খেজুর রসের চাহিদা বেশ ভালোই দেখা গিয়েছে,বিক্রি হচ্ছে ১০ টাকা গ্লাস এবং ৪০ টাকা লিটার বিক্রি হচ্ছে খেজুরের রস। বাঙালির বেশ প্রিয় খাবার হচ্ছে খেজুরের রস তাই খেজুর রসের চাহিদা ভালো রয়েছে গাজোল, হবিবপুর, বামনগোলা এলাকায় । তবে খেজুরের রস তৈরি করা খুব কষ্টকর । খেজুর চাষী মনমোহন সরকার,রাধাকান্ত রায় বলেন - প্রথমে খেজুর গাছের আগাছা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হয়। খেজুর গাছ ঝুরতে হয় খুব পরিশ্রম করে তাই অনেক খেজুর চাষী এ কাজ করতে চান না পরিশ্রমের কারণে। আমি বেশ কিছু খেজুর গাছ চাষ করেছি। পরিশ্রম করে খেজুর গাছের আগাছা পরিষ্কার করা হয় ও খেজুর গাছ ঝুরা হয়। তারপর পরিশ্রম করে

খেজুর গাছের রস বের করা হয়েছে। সে রস গাজোলের বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করি। আজ ভোরের দিকে গাজোল কুদু বাড়ি বাজারে খেজুরের রস নিয়ে এসেছিলাম চাহিদা খুব ভালো হয়েছে তাই খুব তাড়াতাড়ি খেজুর রস বিক্রি হয়ে গেল । ১০ টাকা গ্লাস এবং এক লিটার চল্লিশটা থেকে ৫০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। তবে পরিশ্রমের তুলনায় সেভাবে লাভ হচ্ছে না তবু পেটের টানে আমরা এ কাজ করছি। এছাড়াও খেজুরের গুড় তৈরি করে থাকি ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা কিলো খেজুরের গুড় বিক্রি করছি। এভাবে আমাদের সংসার চলছে। গাজোলের বাসিন্দা রাজিব রায় ও অনুপ মন্ডল বলেন শীতের মৌসুমে খেজুর রসের স্বাদ খুব সুস্বাদু খেতে মজা আলাদা মিষ্টি তাই সকাল সকাল কদুবাড়ী বাজারে খেজুরের রস পেয়ে খাওয়া মজাটাই আলাদা।

চার হাজার মানুষকে কম্বল প্রদান

জে এ সেখ ● জামালপুর

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে নাগরিক জনকল্যাণ সোসাইটি নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা চার হাজার মানুষের হাতে কম্বল তুলে দিল শনিবার।যার দায়িত্বে ছিলেন সংস্থার সভাপতি মেহেমুদ খান, কোষাধক্ষ্য ভূতনাথ মালিক। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক বুদ্ধদেব পান, বিডিও পার্থ সারথী দে, রাসবিহারী হালদার, স্বরাজ ঘোষ কল্পনা সাঁতরা, শোভা দে প্রমুখ।

হরিহরপাড়ায় তিন দিনের আয়ুষ মেলা

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন:হরিহরপাড়া ব্লক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আয়ুষ মেলার আয়োজন।শনিবার বিকেলে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার ময়দানে আয়ুস মেলার শুভ উদ্বোধন করা হল।

থানার মাঠ থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে এই মেলার শুভ উদ্বোধন করেন হরিহরপাড়া বিধানসভার বিধায়ক নিয়ামত শেখ। এই প্রথমবার হরিহরপাড়া ব্লকে আয়ুষ মেলা অনুষ্ঠান। এই মেলা চলবে আগামী ৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত।

গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে রেল ১২ টি স্পেশাল ট্রেন চালাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: গঙ্গাসাগর মেলা -২০২৫ চলাকালীন তীর্থযাত্রীদের প্রত্যাশিত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে, পূর্ব রেলওয়ে শিয়ালদহ দক্ষিণ / কলকাতা স্টেশন / লক্ষ্মীকান্তপুর / নামখানা / কাকদ্বীপ থেকে বিভিন্ন দিকে ১২ই এবং ১৭ই জানুয়ারী, ২০২৫ এর মধ্যে ১২ টি গ্যালোপিং ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন চালাবে। এছাড়াও, ৩টি প্রতিদিন চলা ইএমইউ লোকালের যাত্রাপথ বর্ধিত করা হবে ।

১২ টি ইএমইউ মেলা স্পেশালের মধ্যে শিয়ালদহ দক্ষিণ থেকে ০৩টি, কলকাতা স্টেশন থেকে ২টি, নামখানা থেকে ৫টি, লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে ০১টি এবং কাকদ্বীপ থেকে ০১টি ট্রেন ছাড়বে। তিনটি মেলা স্পেশাল ট্রেন শিয়ালদহ দক্ষিণ থেকে সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে (নামখানার উদ্দেশ্যে), দুপুর ২টো ৪০ মিনিটে (নামখানার উদ্দেশ্যে) এবং বিকেল ৪টে ২৪ মিনিটে (লক্ষ্মীকান্তপুরের উদ্দেশ্যে) (১৩.০১.২০২৫ থেকে ১৬.০১.২০২৫ পর্যন্ত) ছাড়বে, কলকাতা স্টেশন থেকে দুটি (০২) মেলা স্পেশাল সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে (নামখানার উদ্দেশ্যে) (১২.০১/১৩.০১ এবং ১৪.০১.২০২৫ তারিখে) এবং রাত ৯টা ৩০ মিনিটে (নামখানার উদ্দেশ্যে) ছাড়বে এবং রাত ৯টা ১০ মিনিটে (শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে), সকাল ১১টা ১৮ মিনিটে (শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে) (তারিখ ১২.০১/১৩.০১ ও ১৪.০১.২০২৫), সন্ধে ৬টা ৩৫ মিনিটে (শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে), সন্ধে ৭টা ০৫ মিনিটে (শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে) (১৩.০১.২০২৫ থেকে ১৬.০১.২০২৫ পর্যন্ত) ছাড়বে, দুপুর ২টো ৪০ মিনিটে কাকদ্বীপ থেকে একটি (০১) মেলা স্পেশাল (শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে) (১৩.০১.২০২৫ থেকে ১৬.০১.২০২৫ পর্যন্ত) ছাড়বে এবং রাত ১১টা ১৫ মিনিটে লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে একটি (০১) মেলা স্পেশাল (শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে) ছাড়বে । ১২.০১.২০২৫ (রবিবার) লক্ষ্মীকান্তপুর-নামখানা-লক্ষ্মীকান্তপুর শাখায় ইএমইউ ট্রেনগুলি সপ্তাহের অন্যান্য দিনের মতো চলবে। গ্যালোপিং মেলা স্পেশাল ট্রেনগুলি বালিগঞ্জ, সোনারপুর, বারুইপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, নিশ্চিন্দপুর এবং কাকদ্বীপ স্টেশনে থামবে। কলকাতা স্টেশন থেকে ছেড়ে আসা মেলা স্পেশাল ট্রেনগুলি কলকাতা ও মাঝেরহাটের মধ্যে সমস্ত স্টেশনে থামবে। জেলা প্রশাসনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১০.০১.২০২৫ থেকে ১৬.০১.২০২৫ পর্যন্ত কাশীনগর হল্ট স্টেশনে কোনও ট্রেন থামবে না।

বিত্ত নিগম ও ইএমই অ্যাকাডেমির যৌথ উদ্যোগে কর্মশালা মিলন মেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● করকাতা

আপনজন: সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে ছোট বড়ো যেকোনও কাজেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দখলদারি। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে ভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে, বিশেষজ্ঞরা বলছে এটাই ভবিষ্যত। আর শনিবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সির বিষয় নিয়েই ওয়ার্কশপ হয়ে গেল মিলন উৎসবে। এদিনের এ সেমিনারের আয়োজন করে ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনোরিটি ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন ও ইএমই অ্যাকাডেমি। মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যেই এদিনের এ সেমিনারের আয়োজন করে বলে জানান ইএমই অ্যাকাডেমি-এর কর্ণধার কাজী মহসীন আজিম। এদিনের প্রোগ্রামে উপস্থিত থেকে হাতে কলমে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর উপর প্রশিক্ষণ দেন ওয়েবেল এর প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, তিনি দেখান কীভাবে প্রতিবেদন লিখতে হয়, কীভাবে অনেক সময় ব্যায় না করেই দ্রুত কাজ করা সম্ভব আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সএর মাধম্যে। একই সাথে বর্তমান সময়ে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর গুরুত্ব বোঝান ম্যাকাউট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৌকত মৈত্র। কীভাবে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর মাধ্যমে ছবি, ভিডিও, তৈরি করা যায় সেবিষয়ে ধারণা দেন মারশিয়ান করপোরেশনের ডাইরেক্টর আবিদ হোসাইন বিশ্বাস। এছাড়া এদিনের প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর প্রশিক্ষক ও ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট সুদীপ পাল, ও অঞ্জন রায় সহ ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনোরিটি ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার সুদীপ্ত পোরেল।

পুরপ্রধানকে মারতেই তৈরি হচ্ছিল বোমা? বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শুক্রবার বিকেলে মুর্শিদাবাদ পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নাকুড়তলা রামকৃষ্ণ পল্লী এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনা চাউর হতেই শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। পুরপ্রধানকে প্রাণে মারার উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হচ্ছিল বোমা! এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন খোদ পুরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর। স্থানীয় সূত্রে খবর, বোমা তৈরীর সময় তাজা সকেট বোমা বিস্ফোরণ হয়। সে সময় বাড়ির মালিক ফরিদ শেখ গুরুতর জখম হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয় তাকে। তার হাত-মুখ সহ ঝলসে যায় শরীরের একাধিক অংশ। রামকৃষ্ণ পল্লীর বাসিন্দারা জানান, বেশ কয়েক বছর আগে বহরমপুরের শিয়ালমারি থেকে এসে ওই পাড়ায় বসবাস শুরু করে ফরিদ। মাঝেমধ্যেই তার বাড়িতে অচেনা লোকের আনাগোনা লক্ষ্য করা যেত। শুক্রবার বিকেলে তার বাড়িতেই বিস্ফোরণ হয় সকেট বোমা। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো গ্যাস সিলিন্ডার অথবা গাড়ির টায়ার বিস্ফোরণ হয়েছে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে জানা যায় বোমা বিস্ফোরণের কথা। মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই বাড়িটি সিল করে দেয়। শনিবার সকালে সিআইডির বোম্ব স্কোয়াড ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মোট আটটি তাজা সকেট বোমা উদ্ধার করে। উদ্ধার হয় বোমা তৈরীর সরঞ্জাম। সেগুলিকে নিষ্ক্রিয় করা হয় কাটরা সেতুর পাশে। অন্যদিকে, ঘটনার দিন বিস্ফোরণের পর পাঁচিল টপকে আরও কয়েকজন দুষ্কৃতী এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। ঘটনা প্রসঙ্গে লালবাগের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাসপ্রীৎ সিং বলেন, 'এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় অন্য কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। একজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে ভর্তি রয়েছে।' এই ঘটনায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন। বোমা বাঁধার খবর চাউর হতেই শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। মুর্শিদাবাদ পুরসভার পুরপ্রধান তথা শহর তৃণমূলের সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'আমি তিন দিন আগে দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে ওই এলাকায় গিয়ে প্রতিদিন দলীয় কার্যালয়ে বসবো বলে আশ্বাস দিয়েছিলাম। হয়তো সেই সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে আমার উপর আক্রমণের জন্যই তৈরি করা হচ্ছিল এই বোমা। ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনো সম্পর্ক নেই। যারা দোষী, তাদের শাস্তি হোক।'

সাত্তারের সাক্ষাতে বেঙ্গল মাদ্রাসা টিচার্স ফোরাম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সংখ্যালঘু সমাজের শিক্ষার উন্নতিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পিত অনুমোদিত ২৩৫ টি আন-এডেড মাদ্রাসা সার্বিক উন্নতি নিয়ে আব্দুস সাত্তার সাহেবের সাথে দেখা করল বেঙ্গল মাদ্রাসা টিচার্স ফোরামের এক প্রতিনিধি দল। সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সম্পাদক আসাদুজ জামান পিছিয়ে পড়া সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা সামগ্রিক উন্নতি প্রত্যাশা রাখেন। উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি শেখ শরিফুল, সহ-সভাপতি কাজী মিরাজুল ইসলাম, নাগমা নাজ, সুবিদ মোল্লা, সৈয়দ শামীম আক্তার প্রমুখ।

আবাস যোজনার কাজ খতিয়ে দেখতে বাড়ি বাড়ি গেলেন বিডিও

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন:রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি মতোই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পৌঁছে গেছে আবাস যোজনার উপভোক্তাদের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে বাড়ি তৈরির টাকা। আর সেই কাজ কতদূর এগোলো তা খতিয়ে দেখতে মাঠে নামলেন স্বয়ং বিডিও! উল্লেখ্য, বর্তমান কেন্দ্র সরকার আবাসের টাকা বন্ধ করে দেওয়ার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দফায় সেই টাকা ইতিমধ্যেই সরাসরি উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছেন।

তবে বাড়ি তৈরির টাকায় আদেও বাড়ি হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে শনিবার উলুবেড়িয়া-১নং হীরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি উপভোক্তাদের বাড়িতে হাজির হলেন স্বয়ং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক।বাড়ির কাজ পরিদর্শন করে বিডিও জানান,উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের ৯টি অঞ্চলে প্রথম দফায় মোট ২১৩৪ জন উপভোক্তা বাড়ি তৈরির টাকা পেয়েছেন।এর মধ্যে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দফতরকে ফোন করে ৯৮ জন উপভোক্তাও বাড়ি তৈরির টাকা পেয়েছেন।

বিডিও-র কথায়,জেলাশাসকের নির্দেশ মোতাবেক আজকে উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের হীরাপুর অঞ্চলের চন্দন রুইদাস,নিতাই রুইদাস,

সমর রুইদাস,অষ্ট রুইদাস ও চম্পা রুইদাসের বাড়িতে গিয়ে সার্ভে করলাম,যাতে ওই সকল উপভোক্তারা প্রকৃত পক্ষে বাড়ি তৈরি করছেন কিনা,উপভোক্তাদের বাড়ির কাজ দেখার পর বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে মোবাইলে ছবিও তোলেন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক।এদিন বিডিও-র সঙ্গে ছিলেন হীরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উওম মাইতি সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

অবৈধ মাটি কাটার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার সাহেবনগর দামোস বিলে রাতের অন্ধকারে অবৈধভাবে মাটি কাটা হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে জেসিবি মেশিন দিয়ে মাটি কাটা চলছে,সেই মাটি চলে যাচ্ছে ইটভাটায়। ঘটনার প্রতিবাদে সাহেবনগর এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। অবৈধভাবে মাটি কাটার ফলে দামোস বিলের পাড় ভেঙে যাচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এভাবে মাটি কাটার ফলে বর্ষার সময় দামোস বিলের পাড় ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা করছে সাধারণ মানুষ। চাষের জমি ভেঙে পড়বে বলেও জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। দিনের পর দিন রাতের অন্ধকারে জেসিবি দিয়ে মাটি কাটা হয়। পুলিশ প্রশাসনের মদতেই মাটি কাটা চলছে বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশকে বললেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না,ফলে বাধ্য হয়ে শনিবার সকাল দশটা থেকে শেখপাড়া- জলঙ্গী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। রাস্তা অবরোধ হওয়ায় ভোগান্তির মধ্যে পড়েন পথ চলতি সাধারণ মানুষ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাগরপাড়া থানার পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ প্রশাসন অবরোধকারীদের বুঝিয়ে অবরোধ তুলে দেয়। তবে অবরোধকারীদের দাবি, অবিলম্বে অবৈধভাবে মাটি কাটা বন্ধ করতে হবে না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে পথে নামবো আগামী দিনে।

ডোমকল হাসপাতালে নার্সের অস্বাভাবিক মৃত্যু

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকলে ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার এক নার্সের দেহ। মৃত ওই নার্সের নাম আমিনা সুলতানা বাড়ি মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায়। গত দেড় বছর ধরে ডোমকল হাসপাতালের কর্তব্যরত নার্স ছিলেন তিনি।

ঘটনায় তার স্বামী তানবির বলেন গতকাল রাত এগারোটা নাগাদ পর্যন্ত আমার সাথে কথা হয়েছিল তারপর শনিবার সকালে তার দেহ উদ্ধার করা হয় ভাড়া বাড়ি থেকে বলে জানান।ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের ডোমকল হাসপাতাল চত্বরে। স্থানীয় সূত্রের খবর ডোমকলের হাসপাতাল মোড়ে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন মৃত ওই নার্স। ভিতর থেকে বন্ধ করা ছিল ঘরের দরোজা বলেও জানায় স্থানীয়রা। সকাল হয়ে যাওয়ার পরেও ঘর থেকে না বেরোলে ডাকা ডাকি করলেও কোনো উত্তর না পাওয়ায় স্থানীয়রা ঘরের দরোজা ভেঙ্গে দেখে যে পড়ে রয়েছে,পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করেন হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার পরেই হাসপাতাল চত্বরে রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়ন করা হয়।খবর দেওয়া হয় মৃত নার্সের পরিবারকে। পরিবারের সদস্যদের আগেই মৃতের স্বামী পৌঁছায় হাসপাতালের। পরিবারের বাকি সদস্যরা হাসপাতালে আসার পরেই পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত ইতি মধ্যে শুরু করেছে ডোমকল থানার পুলিশ। কান্নায় ভেঙে পড়েন নার্সের পরিবারের সদস্যরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ক্যানিংয়ে শুরু হল সুন্দরবন মেলা, সূচনা করলেন সাংসদ প্রতিমা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: শুরু হল ৪৬ তম বর্ষের সুন্দরবন মেলা।ক্যানিংয়ের মাতলা নদীর চরে আয়োজিত সুন্দরবন মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল।শুক্রবার সন্ধ্যায় সুচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল,জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ওহউত্তম দাস সহ অন্যান্যরা।ক্যানিংয়ের বন্ধুমহল পরিচালিত ৪৬ তম বর্ষের এই সুন্দরবন মেলা চলবে আগামী ১২ জানুয়ারী পর্যন্ত। মেলায় রয়েছে বিভিন্ন রকমারী স্টল এছাড়াও প্রতিদিন থাকছে বিভিন্ন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলায় বেশ ভিড় লক্ষ করা যায়।

নদিয়ায় বছরের শুরুতেই সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ প্রচার

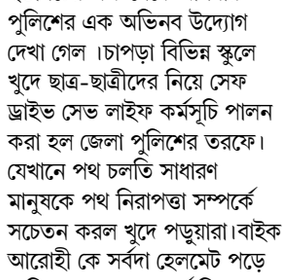

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় বছরের শুরুতেই সেভ ড্রাইভ সেফ লাইফ প্রচার।গাড়িচালক ও পথচারীদের সতর্কতার জন্য 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচি নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা কমলেও এখনও বাইকচালকদের একাংশের মধ্যে হেলমেট না পরেই বাইক চালানোর প্রবণতা দেখা যায়। এবার তাঁদেরকে সতর্ক করতে উদ্যোগী হল খুদে স্কুল পড়ুয়ারা।আপনার জন্য আপনার বাড়ির লোক অপেক্ষায় রয়েছে, সর্বদা মাথায় হেলমেট পরে বাইক চালান।এমনই বার্তা দিল খুদে স্কুল পড়ুয়ারা। রাজ্যজুড়ে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' এর সচেতনতামূলক কর্মসূচি শুরু হয়েছে। যেখানে পুলিশ সাধারণ মানুষকে পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করছেন।কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের তেহট্ট ট্রাফিক হাইওয়ে চাপড়া ইউনিটের পক্ষ থেকে শনিবার পুলিশের এক অভিনব উদ্যোগ দেখা গেল ।চাপড়া বিভিন্ন স্কুলে খুদে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালন করা হল জেলা পুলিশের তরফে। যেখানে পথ চলতি সাধারণ মানুষকে পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করল খুদে পড়ুয়ারা।বাইক আরোহী কে সর্বদা হেলমেট পড়ে গাড়ি চালানোর পরামর্শ দিয়ে খুদে পড়ুয়ারা বলে, 'আপনার জন্য আপনার পরিবারের লোক অপেক্ষায় রয়েছে।উপস্থিত ছিলেন তেহট্ট ট্রাফিক ইন্সপেক্টর শিবাজী গুহ ও ট্রাফিক ইনচার্জ জাহাঙ্গীর হোসেন সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

হাতিয়াড়া মাদ্রাসায় মিছিল

আপনজন: শিক্ষার্থী সপ্তাহ উৎযাপন করল হাতিয়াড়া হাই মাদ্রাসা(উঃ মাঃ) ছাত্রছাত্রীদের হাতে ছিল মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তা। তারা পদযাত্রাও করে।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ঐতিহাসিক হুল বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত
- নিবন্ধ: সুলাইমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট: স্বর্ণযুগের অটোম্যান সুলতান
- অণুগল্প: মানবতা
- ছোট গল্প: ঘোমটা পড়া হলুদ পরী
- ছড়া-ছড়ি: নতুন বছর

আপনজন ■ রবিবার ■ ৫ জানুয়ারি, ২০২৫

স্বর্ণযুগের অটোম্যান সুলতান

সুলাইমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট

সুলাইমানের জন্ম ১৪৯৪ সালের ৪ নভেম্বর ট্রাবজোনে। অটোম্যান সাম্রাজ্যের নবম সুলতান সেলিমের একমাত্র জীবিত পুত্র তিনি। মা আয়েশা হাফসা সুলতান ছিলেন ক্রিমিয়ার ধর্মান্তরিত মুসলিম। লিখেছেন **আহমেদ দিন।**

বয়স সত্তরের কোঠায়। লাল হয়ে গেছে স্বাভাবিক ফর্সা মুখ। কিছুটা পরিশ্রমে, কিছুটা রাগে। তারপরেও থেমে যাননি একটুর জন্যও। বরং বয়সের সাথে সাথে জেদটাও বুঝি বেড়ে গেছে জ্যামিতিক হারে। বাড়বে না-ই বা কেন? এ নিয়ে সাতটা অভিযান হলো খোদ হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে। এবার একটা উচিত শিক্ষা তাদের প্রয়োজন।

প্রতিপক্ষের সৃষ্ট প্রতিকূলতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই তাই মোকাবেলা হলো। অধিকারে এলো হাঙ্গেরির সর্বশেষ দুর্গ সিগেত। দুর্গ পতনের আগের রাতেই আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেন বৃদ্ধ। সময়টা ১৫৬৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। সৈন্যদের মনোবল যেন ভেঙে না পড়ে, সেজন্য গোপন রাখা হয়েছিল মৃত্যুসংবাদ। এমনকি হত্যা করা হয় ব্যক্তিগত হেকিমকেও। সৈন্যদের উপর তার প্রভাব ছিল এতটাই প্রবল। সাম্রাজ্যের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল তার শক্তি ও সক্ষমতার গল্প। ভেতরে সমাদৃত হতেন 'কানুনি' বা আইনপ্রণেতা নামে। আর ইউরোপ দিয়েছিল Magnificent উপাধি। সুলতান সুলাইমান। অটোম্যান স্বর্ণযুগে সাম্রাজ্যের নায়ক। পিতা সেলিম দ্য গ্রিম এশিয়া ও আফ্রিকায় একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অটোম্যানদের। পুত্র সুলাইমান ইউরোপে নিজেদের শক্তিশালী ও উন্নত করে অটোমান মহাকাব্যের বাকি অংশ সমাপ্ত করলেন। খুব অল্প কথায় Encyclopedia Britannica তাকে পরিচয় করিয়ে দেয় এভাবে-

সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য কেবল সামরিক অভিযান নিয়েই ব্যস্ত থাকেননি। আইন, সাহিত্য, শিল্প এবং স্থাপত্যের যেগুলো পরবর্তীতে অটোম্যান বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত হয়েছে, তার বিকাশ ঘটেছে মূলত তার আমলে।

বিস্তারিত জানতে হলে ইতিহাসের পাতায় আরেকটু পেছনে যেতে হবে। যেখান থেকে একজন মহান শাসকের গল্পের শুরু। যেখানে শুরু, অটোম্যান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গর্বের আখ্যান।

সুলাইমানের জন্ম ১৪৯৪ সালের ৪ নভেম্বর ট্রাবজোনে। অটোম্যান সাম্রাজ্যের নবম সুলতান সেলিমের একমাত্র জীবিত পুত্র তিনি। মা আয়েশা হাফসা সুলতান ছিলেন ক্রিমিয়ার ধর্মান্তরিত মুসলিম। হাতেখড়ি হয়েছিল দাদি গুলবাহার খাতুনের কাছে। তারপর, মাত্র সাত বছর বয়সেই ইস্তাম্বুলের তোপকাপি প্রাসাদের রাজকীয় পাঠশালায়। মেধার পরিচয় পাওয়া যায় দ্রুতই। খায়রুদ্দীন খিজির এফেন্দির তত্ত্বাবধানে ঘুরে আসেন বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, যুদ্ধবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের চৌহদ্দি। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভের পাশাপাশি ছয়টি ভাষায় দক্ষতাও অর্জিত হয়- অটোম্যান তুর্কি, আরবি, সার্বিয়ান, চাগতাই তুর্কি, ফারসি এবং উর্দু। মাত্র পনেরো বছর বয়সে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে আসীন হন সুলাইমান। পিতা এবং চাচাদের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে গৃহবিবাদ শুরু হয় ইতোমধ্যে। পিতার পক্ষে বিশ্বস্ত সেনাপতির ন্যায় যুদ্ধ করেন এশিয়া মাইনরে, প্রবল বিক্রমে। সিংহাসনে আরোহন করলেন সেলিম, পুত্রকে দিলেন ইস্তাম্বুলের ভার। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। নিজের যোগ্যতায় সুলাইমান অর্জন করলেন আনাতোলিয়া ও মিশরের শাসনকর্তার পদ। সিংহাসনে বসার আগে থেকেই ঈর্ষনীয় রকমের জনপ্রিয় ছিলেন সুলাইমান। অবশিষ্ট দিন কেমন যাবে, তা নাকি সকাল দেখেই বোঝা যায়। সুলাইমানের ক্ষেত্রেও তা শতভাগ সত্যি। দীর্ঘ ৪৬ বছর দোর্দণ্ড প্রতাপে এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসন শেষে যখন মৃত্যুবরণ করেন তিনি, ততদিনে তার জনপ্রিয়তা অটোম্যান-সীমানা ছাড়িয়ে, ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়।

সিংহাসনে প্রাথমিক দিনগুলো

সুলেমান সিংহাসনে আরোহন করেন ১৫২০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। মা থাকেন পরামর্শক হিসেবে। মৃত্যুর আগে সেলিম অটোম্যান সাম্রাজ্যকে স্থিতিশীল একটা ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে যান। ভূমধ্যসাগরীয় অর্থনীতি, এশিয়া ও আফ্রিকার রাজনীতি, এমনকি ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রাধান্য নিশ্চিত হয়। কিন্তু অনেক কাজ যেন তখনো বাকি। সুলাইমান পিতার সাথেই ছিলেন পুরো সময়। তাই হয়তো বুঝতে ভুল করেননি পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা ঠিক করতে। মনোযোগ দিলেন সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ইউরোপীয় অঞ্চলের দিকে। বলা হয়- খুব বিপজ্জনক গতিতে সুলাইমান তার রাজত্ব শুরু করেন। বেলগ্রেড, রোডস এবং হাঙ্গেরি- একে একে অনুগত করেন নিজের। (The Cambridge History of Turkey, Vol-2, Page-32)

প্রথম জীবনের বন্ধু ইবরাহীম পারগালিকে প্রধানমন্ত্রী করে সাথে রাখা হয়। যদিও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে শিকার হয়ে জীবন দিতে হয়েছিল তাকে। বন্ধুত্বের অত্যন্ত নির্মম প্রতিদান!

বেলগ্রেড অধিকার

হাঙ্গেরির রাজা লুইয়ের তুর্কি-দূত হত্যাই মূলত সংঘর্ষের প্রধান কারণ হিসাবে পরিগণিত হয়। সুলাইমান তাই রাজধানী বেলগ্রেড দখলের প্রস্তুতি নিলেন।

ঠিক এই সময়টাতে অস্ট্রিয়ার রাজা পঞ্চম চার্লস এবং ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। মার্টিন লুথারের প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন ও অন্যান্য কারণে

ভেতরে ভেতরেই টানাপোড়েনে ব্যস্ত ইউরোপ। কে কার হয়ে কিংবা কার বিরুদ্ধে লড়ছে, ঠিক নেই। সে যা-ই হোক, দূত হত্যার মতো অপমানে জবাব না দিলে সম্ভ্রম থাকে না! সুতরাং তিন হাজার সমরাস্ত্রবাহী, দশ হাজার রসদবাহী উট এবং সেই সাথে তিনশো কামানধারী গোলন্দাজ নিয়ে অগ্রসর হলেন সুলতান। সপ্তাহ তিনেক অবরুদ্ধ থাকার পর প্রাণপণ প্রচেষ্টাতেও টিকতে পারলো না শত্রুপক্ষ। ১৫২১ সালের ৩১ আগস্ট পতন ঘটলো বেলগ্রেডের। সুলতান একে পরিণত করলেন হাঙ্গেরির অন্যান্য অংশ অভিযানের ঘাঁটি হিসাবে।

রোডস্ দ্বীপ বিজয়

দ্বিতীয় মুহম্মদ রোডস্ দ্বীপ অধিকার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। রোডসকে আশ্রয় করে জলদস্যুরা ইস্তাম্বুল ও মিশরে চলাচলকারী তুর্কি বাণিজ্য জাহাজ লুট করতো। উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে, মুখ থুবড়ে পড়বে ভূমধ্যসাগরে অটোম্যানদের বাণিজ্য। তাই আট হাজার জেনিসারিসহ তিন হাজার রণতরীসমৃদ্ধ শক্তিশালী নৌবহর রোডস্ অভিমুখে প্রেরণ করলেন সুলতান। নিজে প্রায় এক লাখ সৈন্য নিয়ে এশিয়া মাইনর হয়ে রওনা হলেন। সেন্ট জন-এর নাইটদের বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টায় ছয়মাস অবরোধেই অতিবাহিত হলো। সে প্রতিরোধ অবশ্য এর বেশি টিকলো না। সুকঠিন প্রতিরোধ-প্রাচীরে একসময় ফাটল ধরলো, আর নাইটরাও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। সময়টা ১৫২২ সালের ২৫ ডিসেম্বর। রোডস্-বাসীর বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন সুলেমান। সম্মানসূচক সন্ধি স্থাপিত হলো উভয়পক্ষে। ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা পেলো নাগরিকেরা। কর থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য। এর মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের বুকে অটোম্যানদের শক্তিশালী ঘাঁটি হিসাবে স্থাপিত হলো রোডস্।

হাঙ্গেরি অধিকার

রোডস্ বিজয়ের পর বিরতি ছিল বেশ কিছুদিন। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা- কথাটা যেন আগেকার সেনাবাহিনীর জন্য আরো বেশি করে সত্য। সবসময় যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত রাখতে হয়। কিন্তু সামনে যদি শত্রু না থাকে, তবে নিজেদের মধ্যেই গোল বাঁধিয়ে মরবে। সুলাইমানের সেনাবাহিনীর সাথেও তা-ই ঘটেছিল। জেনিসারি বাহিনীতে অসন্তোষ দেখা দিলো তুচ্ছ কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে। সুলতান দক্ষতার সাথে দমন করলেন। ইতোমধ্যে ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস ১৫২৫ সালে পাভিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হন অস্ট্রিয়ার পঞ্চম চার্লসের কাছে। যেহেতু হাঙ্গেরির সম্রাট লুই অস্ট্রিয়ার সম্রাটের আত্মীয়, সেহেতু ফ্রান্সিস সুযোগ নিলেন। সুলাইমানকে প্ররোচনা দেন শত্রুকে জব্দ করার জন্য। প্রধানমন্ত্রী ইবরাহিমও পরামর্শ দেন সুযোগটা কাজে লাগাতে। আবার বাজলো যুদ্ধের দামামা। ১৫২৬ সালে এক লাখ সৈন্য ও তিনশো কামান নিয়ে অভিযান শুরু হলো। পথিমধ্যে মোহাকস্ নামক স্থানে মুখোমুখি হলো দুই বাহিনী। ২৭শে আগস্ট শুরু হয় মোহাকস্-এর যুদ্ধ। সংখ্যা ও যোগ্যতায় তুর্কিরা এগিয়ে থাকায় জয়মাল্য তাদের গলাতেই আসলো। লুই নিহত হলেন। তুর্কি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে এলো গোটা হাঙ্গেরি। ১৪০ বছরের জন্য সেটি পরিণত হলো অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রদেশে। কাউন্ট জেপোলিয়াকে দায়িত্ব দিয়ে সুলতান ইস্তাম্বুল ফিরলেন। ফ্রান্সের সম্রাট জেপোলিয়াকে সমর্থন দিলেও হাঙ্গেরির বিরাট অংশ বিষয়টা মেনে নিতে পারেনি। ফলে গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটলো। সেই আগুনে ঘি ঢাললো অস্ট্রিয়ার সম্রাট চার্লসের ভাই ফার্ডিনান্ড। আত্মীয়তার সূত্রে দাবি করে বসলো হাঙ্গেরির সিংহাসন। ১৫২৭ সালে টারকাল এর যুদ্ধে জেপোলিয়াকে হটিয়ে মসনদে বসলেন ফার্ডিনান্ড। পালিয়ে এলেন জেপোলিয়া। সাহায্যের আবেদন জানাতে শরণ নিলেন সুলতান সুলাইমানের। রাগে ফেটে পড়লেন সুলতান। কালবিলম্ব না করে আবার সজ্জিত হলেন অভিযানের উদ্দেশ্যে। ১৫২৯ সালের প্রায় আড়াই লাখ সৈন্য ও সাতশো কামান নিয়ে আক্রমণ করা হলো। যথারীতি পতন ঘটলো হাঙ্গেরির। পরাজিত ফার্ডিনান্ড পালিয়ে আত্মরক্ষা করলো। জেপোলিয়াকে সিংহাসনে বসালেন সুলতান। তারপর রওয়ানা হলেন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার পথে। শত্রুর বীজ রাখতে নেই!

ভিয়েনা অবরোধ

অস্ট্রিয়ার সম্রাট চার্লসকে শিক্ষা দেবার জন্যই ১৫২৯ সালে সুলতান পূর্ণ শক্তি নিয়ে ভিয়েনাতে আক্রমণ চালালেন। সমগ্র ইউরোপে তখন তুর্কিভীতি। সংস্কার আন্দোলনকারী মার্টিন লুথার নিজে তুর্কিদের 'ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ শত্রু' বলে আখ্যা দিলেন। দুই সপ্তাহ অবরোধ ও গোলন্দাজ বাহিনীর প্রবল আক্রমণে ভিয়েনা নগরীর পতন অত্যাসন্ন হয়ে উঠলো। কিন্তু আকস্মিকভাবেই সুলতান অবরোধ প্রত্যাহার করে নিলেন।

প্রত্যাহারের প্রধান কারণ ছিল মূলত প্রতিকূল পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় রসদের অভাব। তাছাড়া সৈন্য ও জেনিসারিরাও শীতের আগে ইস্তাম্বুল ফিরতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কারো কারো মতে, সুলতান জয়ের জন্য না, বরং ভিয়েনা অবরোধ করেছিলেন 'শিক্ষা' দেবার জন্য। আর তাতে তিনি সফল। এর ফলে অস্ট্রিয়ার সম্রাট ও তার ভাই ফার্ডিনান্ড হাঙ্গেরি ও ট্রানসিলভানিয়ার উপর সুলতানের অধিকার মেনে নিয়ে সন্ধি করে।

সাফাভিদের সাথে সম্পর্ক

পারস্যের মসনদে তখন শাহ তামাস্প। পূর্ব শত্রুতাই মূলত এখানে বড় প্রভাবক ছিল। উপরন্তু অস্ট্রিয়ার সম্রাটের দূতকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেছিলেন শাহ। শরীফ খান নামে জনৈক তুর্কি বিদ্রোহীকে দিয়েছিলেন আশ্রয়। ১৫৩৪ সালে ক্ষুব্ধ সুলতান সুলাইমান, প্রধানমন্ত্রী ইবরাহিমকে নিয়ে নামেন পারস্য অভিযানে। প্রায় বিনা প্রতিরোধে অধিকার করেন বাগদাদ ও তাবরিজ। বাগদাদে অবস্থান করে ১৫৩৬ সালের দিকে ইস্তাম্বুল ফিরে যান। আরেকবার অভিযান চালান ১৫৪৮ সালে। সুলতান যখন ইউরোপ নিয়ে ব্যস্ত, এই সুযোগে ১৫৫৩ সালে শাহ তামাস্প এরজুরাম দখল করে নেন। সময় বের করে তৃতীয়বারের মতো পারস্য অভিযান চালান সুলতান। লণ্ডভণ্ড হলো ফোরাতের পূর্ব তীর। দুই পক্ষের মধ্যে স্থাপিত হলো সন্ধি। সমগ্র ইরাকসহ জিলান ও শেরওয়ান সুলতানের দখলে আসে। বাগদাদে দুই হাজার জেনিসারি রেখে ইস্তাম্বুল ফিরে যান তিনি। ১৫৬৬ সালের দিকে বসরাতে বিদ্রোহ দেখা দিলে তাও সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়।

মাল্টা অভিযান

১৫৬৫ সালে প্রধানমন্ত্রী মোস্তফার নেতৃত্বে মাল্টায় অভিযান প্রেরিত হয়। রোডস্-এ পরাজিত নাইটরা মাল্টায় অবস্থান করে তুর্কি বাণিজ্যতরী ও উপকূলভাগে অতর্কিত আক্রমণ করছিল। তাছাড়া পরবর্তীতে ইতালি বিজয়ের জন্য মাল্টা অধিকারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন সুলতান। তুর্কি নৌ-সেনাপতি পিয়ালি পাশা এবং ত্রিপোলির নৌ-সেনাপতি দ্রাগুত পাশা, মোস্তফাকে এই অভিযানে সহযোগিতা করেন। হঠাৎ তিন সেনাপতির মধ্যে মতানৈক্যের সূচনা ঘটে। সে সুযোগে শত্রুপক্ষ ইতালি ও সিসিলি থেকে রসদ সংগ্রহ করে প্রতিরোধ সুদৃঢ় করে ফেলে। পরিণামে সেন্ট আলামো দুর্গ জয় করতে পারলেও সেন্ট মাইকেল দুর্গ জয় করতে ব্যর্থ হয় তুর্কিরা। বাধ্য হয়ে মোস্তফা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। ব্যর্থ হয় মাল্টা অভিযান।

সুলাইমানের নৌশক্তি উৎকর্ষের বিচারে, সুলতান সুলাইমানের নৌশক্তি ছিল স্থলবাহিনীর মতোই প্রতাপশালী। খায়রুদ্দিন বারবারোসা, দ্রাগুত পাশা, ওলুজ পাশা, পিরি পাশা, পিয়ালি পাশা নামের সুদক্ষ কয়েকজন নৌ-সেনাপতি ছিলেন এই সময়। যাদের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরে, লোহিত সাগর এবং আরব সাগরে তুর্কি নৌ-বাহিনীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিকারে আসে তিউনিশিয়া, ত্রিপোলির মতো শহর এবং এডেন উপসাগর, ভূমধ্যসাগরের অনেকগুলো দ্বীপ। সুলাইমানের সময়ে অটোম্যান বাণিজ্যতরীগুলো মোঘল-ভারতের বন্দরগুলোতে এসেও নোঙর করতো। আকবরের সাথে সুলতানের পত্র বিনিময় হবার প্রমাণও পাওয়া যায়।

কানুনি বা আইনপ্রণেতা

স্বীয় সাম্রাজ্যে কানুনি বা আইনপ্রণেতা হিসেবে খ্যাত হন সুলেমান। প্রধান কারণ, আইন ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার।

তুর্কি-সাফাভি ব্যবসায় নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দেন তিনি। অটোম্যান সৈন্যদের খাদ্য ও সম্পত্তি ক্রয়ের আইন জারি হয়। এমনকি শত্রু অঞ্চলে অভিযানে গেলেও বলবৎ থাকবে সেই আইন। কর ব্যবস্থা সংশোধন ও অতিরিক্ত কর বাতিল করা হয়। রাষ্ট্রীয় নিয়োগে আত্মীয় বা পরিবারের চেয়ে মেধাকে মূল্যায়ন করার জন্য দেওয়া হয় তাগিদ। উঁচু ও নিচু- সমাজের সব তলার সকলের জন্যই, আইন ছিল সমান। প্রশাসনব্যবস্থা ও সামরিক শক্তিকে ঢেলে সাজান সুলতান। সমগ্র সাম্রাজ্যকে ২১টি প্রদেশে এবং ২৫০টি সানজাক বা জেলায় বিভক্ত করেন। সানজাককে ভাগ করা হয় কাজাস-এ। কাজাসের শাসনকর্তা ছিলেন কাজ, সানজাকের পাশা এবং প্রদেশের গভর্নর। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্যও তার পদক্ষেপ প্রশংসার দাবিদার।

পরবর্তী দিনগুলো

১৫৬১ সালের চুক্তি অনুযায়ী সুলতানের অনুগত জেপোলিয়া, ট্রানসিলভানিয়া ও হাঙ্গেরির পূর্ব অংশের কর্তৃত্ব পান। পশ্চিম অংশ যায় ফার্ডিনান্ডের দখলে। উভয়েই সুলতানকে কর দিতে রাজি হয়। ১৫৬৪ সালে ফার্ডিনান্ডের মৃত্যু হলে পুত্র ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্ষমতায় আসেন। তিনি পিতার নীতি পরিহার করে কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। সেই সাথে আক্রমণ চালান অটোম্যান অঞ্চলে। ক্ষুব্ধ সুলতানের বয়স তখন সত্তরের ঘরে।

তারপরেও ১৫৬৬ সালে অভিযান চালানো হয়। জীবনের শেষ অভিযান! সুলতান সুলাইমানের সময়টি অটোম্যান ইতিহাসের স্বর্ণযুগ হিসাবে স্বীকৃত। সামরিক ও প্রশাসনিক যোগ্যতা দিয়েই শুধু না, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্যের অনন্য উচ্চতায় আসীন হয় সাম্রাজ্য। নির্মাণের অনেক নিদর্শন আজ পর্যন্ত টিকে আছে।

যে কথা বলা হয়নি

অসংখ্য দাসীর বাইরে আনুষ্ঠানিকভাবে সুলতানের স্ত্রী ছিল দুই জন। প্রথমজন মাহিদেভরান। তার গর্ভে জন্ম নেন বুদ্ধিমান ও যোগ্যতম পুত্র মোস্তফা। দ্বিতীয়জন ইউক্রেনীয় দাসী থেকে স্ত্রী-তে পরিণত হওয়া হুররাম সুলতান; সুলাইমানের প্রিয়তম-পত্নী ও ছয় পুত্রের জননী। হুররাম জানতেন, যদি হারেমের নিয়ম অনুযায়ী মোস্তফা ক্ষমতায় আসে, তাহলে তার সকল সন্তানকে হত্যা করা হবে। আগেও এমনটিই হয়ে এসেছে। তাই প্রচার করলেন, মোস্তফা তার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চায়।

এই প্রোপাগান্ডার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৫৫৩ সালে সুলতান তার যোগ্যতম পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দেন। ক্ষমতায় আসেন হুররামের বড় পুত্র সেলিম।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মোস্তফার কোনো গুণই তার মধ্যে ছিল না। ইতিহাসে তিনি 'মদ্যপ সেলিম' নামে পরিচিত। হেরেমের বাইরে সুলেমান যতটা যোগ্যতম হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, হেরেমের ভেতরে ছিলেন ততটাই দুর্বল। এজন্যই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে বলি হতে হয়েছে ইবরাহিমের মতো প্রধানমন্ত্রী এবং মোস্তফার মতো যোগ্য উত্তরাধিকারীকে। তার মৃত্যুর পর থেকেই অবক্ষয়ের সূচনা ঘটে অটোম্যান সাম্রাজ্যে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, দুইজন রাজপুত্রের সিংহাসন লাভে ব্যর্থতার পরিণাম, অভিশাপ হিসাবে সাম্রাজ্যের উপর পড়েছে- মোঘল ইতিহাসে দারাশিকোহ আর অটোম্যান ইতিহাসে মোস্তফা।

ডা. শামসুল হক

ঐতিহাসিক হুল বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত

অত্যাচারীর শাসন এবং শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ যে চিরকালই নিপীড়িত হয়ে এসেছেন ইতিহাসেই তার প্রমাণ আছে অনেক। সেইসব অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে কখনও বা গর্জে উঠেছেন কোন কোন মানুষ , আবার কখনও বা অতি নীরবেই সকলকে সবকিছুই সয়ে নিতে হয়েছে কেবলমাত্র অশান্তির ভয়ে।

আমাদের দেশের মানুষজনকেও বহুবারই এহেন ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। হুল বিদ্রোহ হল তেমনই এক মর্মান্তিক ঘটনা , যা ঘটেছিল পরাধীন ভারতবর্ষের বুকে। ইতিহাসের পাতায় সেই ঘটনা আবার সাঁওতাল বিদ্রোহ নামেও পরিচিত।

ইংরেজদের অসহনীয় অত্যাচারের ঠেলায় তখন জেরবার হয়ে উঠেছিলেন আমাদের দেশের সব শ্রেণীর মানুষ। শুধু ইংরেজদের দোষটাই বা দিই কেন , আমাদের দেশের জোতদার , জমিদার , নীলচাষি থেকে শুরু করে ইংরেজদের ধামাধরা অনেক সুদখোর মহাজনদের যোগসূত্র ছিল সেই ঘটনার সঙ্গে।

সেটা ১৮৫৫ সালের কথা। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তখন সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সাঁওতাল সহ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অনেকেই। অনেক দিনের অনেক অন্যায় সহ্য করতে করতেই একটা সময় তাঁরা এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে বৃহত্তর আন্দোলনের পথেই পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা। বিহারের ভাগলপুর এবং বঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদহ ইত্যাদি জেলার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে শুরু হয় সেই বিদ্রোহের সূচনা। সেই বিপ্লবের আগুন মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই আবার ছড়িয়ে পড়ে দেশের অন্যান্য অংশেও। সাঁওতালদের এই মহা বিদ্রোহ মূলত হুল বিদ্রোহ নামেই পরিচিত। ১৮৫৫ সালের ৩০ শে জুন এর সূত্রপাত হলেও তার জন্ম কিন্তু আরও অনেক আগেই। ১৭৮০ সালে সাঁওতাল নেতা তিলকা মুর্মুর নেতৃত্বেই শুরু হয় এই বিদ্রোহের। ইংরেজ এবং দেশীয় জোতদার- জমিদারদের অন্যায় অবিচারের শিকার হয়েই সাঁওতাল মুক্তিবাহিনী গঠনের মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। তাঁদের হাতে তখন অস্ত্র বলতে ছিল কেবলমাত্র তীর ধনুক , বল্লম এবং বাঁশের লাঠি। শুধু মাত্র তার উপর ভরসা করেই তিনি এবং তাঁর বাহিনী আপোসহীন সংগ্রাম শুরু করেছিলেন আধুনিক অস্ত্র এবং রণসজ্জায় সজ্জিত ইংরেজ

সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে।

অসম সেই লড়াই কিন্তু খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ধরা পড়েন তিলকা মুর্মু। ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে মহা উল্লাসে নৃত্য করেছিল ইংরেজ বাহিনী। সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিলকার লোকজন। তাই তাঁরা সাময়িকভাবে চুপচাপ থাকলেও প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নতুনভাবে প্রস্তুতি নিতেও শুরু করলেন। ফলে সাঁওতাল বিদ্রোহের ঢেউ সাময়িকভাবে স্তব্ধ হলেও তার পথ কিন্তু অবরুদ্ধ হয়ে পড়েনি। তুষের আগুনের মতো ধিক ধিক করে জ্বলতে থাকে বিদ্রোহীদের মন। নিজেদের সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে পার হয়ে যায় বেশ কয়েকটি বছর। অবশেষে ১৮৫০ সালে তাঁরা আবার কাজ শুরু করেন।

নিজেদের আরও একটু প্রশিক্ষিত করে তাঁরা সমরক্ষেত্রে নামেন১৮৫৫সালের জুন মাসের ৩০ তারিখে। সিধু এবং কানু মুর্মুর নেতৃত্বেই তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন ইংরেজ বাহিনীর উপর। তিলকার মতোই আবার সেই তীর ধনুক ইত্যাদি নিয়েই ইংরেজদের অত্যাধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে শুরু হয় মুর্মু ভাইদের সেই লড়াই। সেই সময় ইংরেজ সরকারের শোষণ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে সাধারণ মানুষের সমস্ত সম্পত্তিই তারা গ্রাস করে নিচ্ছিল। শুধু তাই নয় তারপর তাদের আবার নজর পড়ছিল বাড়ীর মেয়েদের দিকেও। সিধু-কানুরা লক্ষ্য করছিলেন সবকিছুই , আর সময় এবং সুযোগ বুঝেই তাঁরা আক্রমণ করলেন ইংরেজদের। ১৮৫৫ সালের ৩০ শে জুন সিধু এবং কানু তাঁদের বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চললেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। টনক নড়ল ইংরেজ সরকারের। পথিমধ্যেই তারা আটকাবার চেষ্টা করল সাঁওতাল বাহিনীকে। ফলে শুরু হলো যুদ্ধ। ইংরেজ সরকার সিধু বাহিনীর উপর অন্যায়ভাবেই জারি করার চেষ্টা করল অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা। সেটা অগ্রাহ্য করেই কিন্তু এগিয়ে চললেন সিধু- কানুর বাহিনী। ফলে বাড়ল যুদ্ধের উত্তাপটাও।

যুদ্ধ চলেছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। সিধুদের যুদ্ধের রসদ ছিল খুবই কম। তাই একটা সময় তাঁরা একটু চিন্তিত হয়েও পড়েছিলেন। আর তাছাড়া শুধুমাত্র তীর ধনুক বা লাঠি, বল্লম নিয়ে ক্ষমতাধর ইংরেজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বেশিদিন লড়াই করাও যে সম্ভব নয় সেটা বুঝতেও পেরেছিলেন সকলেই। কিন্তু সব জেনেশুনেও ভেঙ্গে পড়েননি কেউই। জীবন যায় যাক , হার মানবেন না তাঁরা কিছুতেই।

যুদ্ধ চলছিল ঠিক ঠিকভাবেই। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক কয়েকজন অনুচরের অসহযোগিতা সেই প্রচেষ্টাকে একেবারেই শেষ করে দেয়। তারাই।ষড়যন্ত্র করে প্রমথে ধরিয়ে দেয় সিধুকে। ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। তারপর গুলি করেই নৃসংভাবে হত্যাও করা হয়। এরপর কানুর পালা। বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হন তিনিও। গ্রেপ্তার করার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ফাঁসির হুকুম হয় তাঁর।

সিধু- কানু শহীদ হবার পর সাঁওতাল বিদ্রোহের ঝাঁঝ যে অনেকটাই কমে গিয়েছিল তা বলা যেতেই পারে। কিন্তু তা যে একেবারেই স্তিমিত হয়ে পড়েছিল তার নিশ্চয়ই বলা যাবে না। আর সংগ্রামের সেই তেজ যে ব্রিটিশ সরকারের মসনদকে একেবারেই টালমাটাল করে তুলেছিল তা স্বীকার করে নিয়েছেন সকলেই। আর সবচেয়ে বড় কথা , সেই বিদ্রোহের রেশ কাটতে না কাটতেই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল আরও একটি সংগঠন। ১৮৫৭ সালের ১০ ই মে শুরু হয়েছিল যে সিপাহী বিদ্রোহ , সেটাই তো তখন অশনি সংকেত হিসেবে হাজির হয়েছিল ব্রিটিশদের কাছে।

ঘোমটা পড়া হলুদ পরী

বিচিত্র কুমার

বিকেলের আকাশে সূর্য যখন তার লাল আভা ছড়িয়ে ডুবতে চলেছে, রাজকুমার রুদ্র তার প্রাসাদের আঙিনায় একাকী হেঁটে যাচ্ছিল। বাতাসে শীতলতা ছিল, আর প্রাসাদের দূরবর্তী প্রান্তে, সোনালি সরিষা ক্ষেত যেন এক সোনালী সমুদ্রের মতো ঢেউ খেলছিল। প্রতিটি সরিষা ফুল যেন এক একটির মতো ঘোমটা পড়া হলুদ পরী, যারা সূর্যের আলোয় নাচছে, যেন এক অদৃশ্য সুরের সাথে।

রুদ্র কখনো ভাবেনি যে এমন এক দৃশ্য তার চোখে পড়বে। জীবনের এতগুলো বছর কাটানোর পরও, কখনো এমন একটি শান্ত, সুন্দর, এবং রূপময় মুহূর্ত তাকে ছুঁয়ে যায়নি। যেন এই মাঠে প্রতিটি ফুল তার নিজের এক অস্পষ্ট গল্প নিয়ে বসে আছে। তিনি ধীরে ধীরে পা বাড়ালেন, একে একে সোনালী ফুলগুলোকে দেখে যেতে থাকলেন। কিন্তু হঠাৎ তার চোখে পড়ল এক বিশেষ ফুল, যা অন্যান্য ফুলের চেয়ে একটু আলাদা ছিল। সে ফুলের পেছনে, মৃদু বাতাসে দুলতে দুলতে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মেয়ে, যার মুখ ঘোমটায় ঢাকা ছিল। তবে তার অবয়ব ছিল একেবারে সরিষা ফুলের মতো, সোনালি ও রূপালী আলোয় সজ্জিত।

মেয়ে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। রুদ্রের বুকের ভেতর এক অজানা অনুভূতি জাগ্রত হলো। প্রথমবারের মতো তার মনে হল, যেন এই অচেনা মেয়েটির মধ্যে কিছু একটা বিশেষ আছে, যা তার জীবনে আগে কখনো ছিল না। এক মুহূর্তের জন্য, সে নিজের অজান্তেই কাছে চলে এল। মেয়ে তার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, "তুমি কাকে খুঁজছ?"

"আমি কিছুই খুঁজছিলাম না," রুদ্র একটু অবাক হয়ে বলল, "কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন

ছোট গল্প

আমি কোনো অন্য জগতে চলে এসেছি।"

মেয়ে একটু হেসে বলল, "আমি তন্বী। এখানে বসে থাকা, অনেকটা ঘোমটা পড়া পরীদের মতো, যারা কখনো নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করতে চায় না, কিন্তু সবকিছু একভাবে অনুভব করে।"

রুদ্র তার কথায় মুগ্ধ হয়ে বলল, "তুমি ঘোমটা পড়া পরী? তাহলে তুমি কীভাবে এখানে...?"

তন্বী আবার হেসে বলল, "এখানে, এই সরিষা ফুলের মাঝে, আমাদের মতো অনেক পরী রয়েছে। তারা কোনোদিন নিজেদের কথা বলে না, কিন্তু তাদের প্রেমের গল্প ফুলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।"

রুদ্র চুপ করে ভাবল। তার মনে হলো, এই মেয়ে, এই ঘটনা, এসব যেন একটি অস্পষ্ট, অদ্ভুত সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে রয়েছে। কেন যেন মনে হচ্ছিল, তাদের মধ্যে কোনো এক অদৃশ্য সম্পর্ক গড়ে উঠছে, যা তারা দুজনই উপলব্ধি করতে পারছে, তবে তা প্রকাশ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

তন্বী আবার বলল, "এখানে বসে থাকা সরিষা ফুলগুলো, তারা আমাদের মতো পরীকে বেঁধে রাখে। আমাদের কাছে, প্রেম বা সম্পর্ক কোনো কথা নয়। শুধু একে অপরকে অনুভব করা, অনুভূতির মধ্যে ডুব দেওয়া।"

রুদ্র বিস্মিত হয়ে বলল, "তাহলে আমাদের সম্পর্কটা কি? আমরা তো একে অপরকে জানি না, কিন্তু এখন যেন কিছু একটা হচ্ছিল..."

"এটাই তো," তন্বী বলল, "এটা এমন এক সম্পর্ক যা কখনো প্রকাশিত হয় না, কিন্তু গভীরভাবে অনুভূত হয়। আমাদের সম্পর্কের কোনো শুরু নেই, শেষও নেই।"

তার কথা শুনে রুদ্র বুঝতে পারল, এই সম্পর্কটি এক অদ্ভুত সৌন্দর্য নিয়ে জন্ম নিয়েছে। এখানে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি বা পরিসীমা ছিল না। এই সম্পর্ক তাদের দুজনের অনুভূতির মধ্যে এক নিঃশব্দ নৃত্য ছিল, যা শুধুমাত্র হৃদয়ের গভীরে অনুভূত হতে পারে। তন্বী যখন এগিয়ে গিয়ে রুদ্রের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল, তার চোখে ছিল এমন এক মায়াবী আলো, যা রুদ্রের মনকে এক গভীর শূন্যতার মধ্যে ডুবিয়ে দিল।

একদিন, সরিষা ক্ষেতের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে রুদ্র ও তন্বী একে অপরকে চোখের মধ্যে হারিয়ে গেল। তারা কোনো শব্দ না করে একে অপরকে অনুভব করছিল। হঠাৎ, তন্বী রুদ্রের কাছে এসে তাকে একটি চুম্বন দিল। সেই চুম্বন ছিল অদ্ভুত, এক অশ্রুত অনুভূতি যেন রুদ্রের রক্তে মিশে গেল। এই চুম্বন ছিল প্রেমের চেয়ে অনেক বেশি কিছু, যেন এটি কোনো সুরের প্রথম নোট ছিল, যা জীবনব্যাপী বেজে চলবে।

রুদ্র কাঁপতে কাঁপতে তার চোখে তাকিয়ে বলল, "এই প্রেম... আমাদের সম্পর্ক কখনো শেষ হবে না, তাই না?"

তন্বী তার মুখে এক মিষ্টি হাসি নিয়ে বলল, "না, কখনো শেষ হবে না। এই সম্পর্ক থাকবে ঘোমটা পড়া পরীর মতো, যা কখনো প্রকাশিত হবে না, কিন্তু অনুভূতির মাঝে স্থায়ীভাবে থাকবে।"

তারা আবার হাঁটতে শুরু করল, সরিষা ফুলগুলো তাদের চারপাশে যেমন নাচছিল, তেমনই তাদের হৃদয়ও একে অপরের দিকে নাচছিল। তারা জানত, তাদের সম্পর্ক কোনো কিছুতে সীমাবদ্ধ নয়, এটি ছিল এক অদ্ভুত প্রেম যা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে রঙ বদলাবে, কিন্তু কখনো শেষ হবে না।

এভাবে, রুদ্র আর তন্বী তাদের প্রেমের ছোট্ট পৃথিবীকে ধরে রেখে চলতে থাকল, যেখানে প্রতিটি সরিষা ফুল ছিল এক একটি ঘোমটা পড়া হলুদ পরী, যারা কখনো তাদের প্রেমের গল্পের কথা প্রকাশ করল না, তবে সেই প্রেম ছিল এক অমূল্য রত্ন, যা জীবনভর বহন করতে থাকল।

আমাদের গণিত স্যার

সাঈদুর রহমান

আমাদের গণিত স্যার দীপংকর সরকার সঠিক সময়ে স্কুলে আসেন না, এমনকি স্কুলের সকালের সমাবেশেও আসতে পারেন না। হেড স্যারের গালমন্দ শোনা তার অভ্যাস হয়ে গেছে। গালমন্দ না শুনলে মনে হয় স্যারের ভাল লাগে না। তিনি নিয়মিত একটু দেরি করে ক্লাসে প্রবেশ করেন, কিন্তু তার উপস্থিতি সবসময় অনুভব করা যায়। তাঁর গায়ের রং ফর্সা। শরীরের গঠন হালকা পাতলা, মুখমণ্ডল গোলাকার এবং চুল ছোট করে কাটা থাকে, কিছু চুল ঝুঁটি বাঁধার জন্য রেখে দেন। তাঁর বিষয়ে নানা মজার গল্প শোনা যায়, যেমন তিনি সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী, এবং বিশেষ একটি শখ আছে - ক্যাপ পরেন ঠিক টিউবওয়েল মিস্ত্রির মতো। টিউবওয়েল মিস্ত্রির নাম বিল্লাল মেকার। এই কারনে অনেকে বিল্লাল মিস্ত্রি বলে ডেকে মজা নেয়।

বড় গল্প

গল্পের আরো একটি মজার দিক হলো দীপংকর স্যারের বিয়ে। শুনে অবাক হওয়ার মতো যে, তিনি একবার বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু তার স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গেছেন। এই বিষয়ে বিল্লাল মিস্ত্রির সাথে দীপঙ্কর স্যারের একেবারেই মিল নেই। আমাদের এলাকায় টিউবওয়েল মিস্ত্রি বিল্লাল মিস্ত্রি অনেক গুলো বিয়ে করেছেন। এর মাধ্যমে স্যার এবং বিল্লাল মিস্ত্রির মধ্যে বেশ কিছু হাস্যকর মিল উঠে আসে। তা হলো তারা দুই জনই মজার মানুষ। শরৎচন্দ্রের পণ্ডিত মশাই গল্পের পণ্ডিত মশাই ক্লাসে গিয়ে ঘুমাতেন। ছাত্র ছাত্রীরা ক্লাসে যা ইচ্ছে তাই করত। আমাদের গণিত স্যার ক্লাসে ঘুমান না বটে।তবে বোর্ডে অঙ্ক করেন। তিনি মনোযোগ দিয়ে অঙ্ক করেন। ছাত্র ছাত্রীরা ক্লাসে কি করেন তার একেবারেই নজর থাকেনা। ক্লাসে হই হুল্লোড় করে। গল্প করে, মারামারি করে। অঙ্ক স্যার এগুলো কর্ণপাত করেন না। তিনি অঙ্ক করতেই থাকেন।ঘণ্টা পড়লে শ্রেণিকক্ষ থেকে নীরবে বেড়িয়ে আসেন। দীপংকর স্যারের শখ, তার ক্যাপ পরা, ক্লাসের মধ্যে নিজের অঙ্ক করা এবং তার অদ্ভুত সব অভ্যাস আমাদের মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টি করে। তবে, এই গল্পের মাঝে স্যারের এক বিশেষ দিকও রয়েছে যা অনেকেরই চোখে পড়ে না। তিনি গোপনে কিছু খান এবং সেটা খুবই লুকিয়ে রাখেন। এই বিষয়টি তার শিষ্যদের মাঝে অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়।

একদিন, দীপংকর স্যার তার usual গোপন খাবার খাচ্ছিলেন, কিন্তু একজন ছাত্র উঁকি দিয়ে দেখে ফেললো। ছাত্রটি স্যারের কাছ গিয়ে বলল, "স্যার, আমি জানি আপনি আজ কী খেয়েছেন! আমি পুরো ক্লাসকে বলে দেবো!" স্যার তখন একটু ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে বললেন, "দয়া করে, কারো কাছে বলবে না। আমি তো খুব শান্তি পাই এইভাবে খেয়ে।" ছাত্রটি হাসতে হাসতে বলল, "ঠিক আছে, স্যার! কিন্তু আমি তো কাউকে বলিনি। তবে একটু মিষ্টি তো আমি চাইই। আপনার থেকে কি কিছু পাবো?" স্যার একটু চিন্তা করে পকেট থেকে মিষ্টির টাকা বের করে দিলেন এবং বললেন, "এই মিষ্টি খাও। তবে, মনে রেখো, কারো কাছে কিছু বলবে না।"

এভাবে স্যারের এক অভিনব দিক আমাদের মনে অনেক হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। তার নিজের মাঝে এক ধরণের গোপনীয়তা থাকা সত্ত্বেও তিনি দয়ালু এবং সবার ভালো মনের মানুষ। কিন্তু তার এই খাওয়ার বিষয়টা কখনও শেষ হয়নি, আরও অনেক মজার মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল, যখন তিনি মিষ্টির জন্য টাকা বের করতেন এবং কাকুতি করতেন, যেন তার এই গোপন অভ্যাসের কথা কেউ জানতে না পারে।

এমনই একজন উদ্ভট ও মজার মানুষ আমাদের গণিত স্যার দীপংকর সরকার।

মানবতা

শংকর সাহা

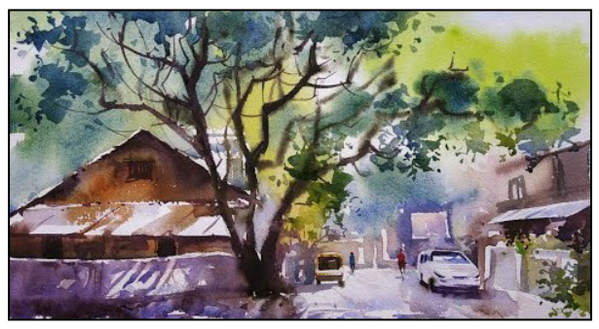

দেখতে দেখতে প্রায় তিনবছর হয়ে গেল দেশ ও পরিবার ছেড়ে আসা। সেই অপরিচিত কলকাতা শহরটি আজ যেন ওসমানের কাছে ধীরে ধীরে চেনাশহর হয়ে উঠেছে। শুধু শহর কলকাতা না আজ সে যেন গাঙ্গুলী বাড়ির এক সদস্যও হয়ে উঠেছে। সে রাতের কথা ওসমান আজও ভোলেনি। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গাঙ্গুলী বাড়ির সামনে পড়েছিল সে।তখন গাঙ্গুলী বাড়ির সদস্যরাই তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করায় আর তখন থেকেই গাঙ্গুলী বাড়ির নীচ তলার ঘরটা যেন ওসমানের অচেনা শহরে মাথা গোঁজার একটি আশ্রয় হয়ে উঠে।

প্রতিবার ঈদের সময় নিজের দেশের বাড়িতে যায় সে। কিন্তু এবারে লকডাউনের জেরে সে বাড়িতেও যেতে পারেনি। প্রতিদিন সকাল হলে স্নান করে কিছু মুখে দিয়ে ফেরি করতে বেরিয়ে যায় বিভিন্ন অলিগলিতে। এবাড়ির প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে প্রায় মিশে গছে ওসমান।

অণুগল্প

গাঙ্গুলী বাড়ির ছোটো সদস্য তন্নির খেলার সাথী হয়ে উঠেছে ওসমান । তন্নিকে সে নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করে । সেদিন ছিল সোমবার ঈদের দিন। ওসমানের জন্যে সবরকম ব্যবস্থা করে গাঙ্গুলী বাড়ির লোকরা। তারজন্যে নতুন পোষাক,মিস্টি,সেমাইয়ের পায়েস বানিয়ে রাখে ।ওসমান মসজিদে যায় নামাজ পড়তে।

ঘড়ির কাঁটা তখন প্রায় সকাল পেরিয়ে গেছে। হঠাৎই পাড়ার এক ছেলে এসে খবর দেয় রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে মোহিত। মোহিত গাঙ্গুলী বাড়ির ছেলে,তন্নির বাবা। সবাই মিলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। খবর শোনামাত্র সবাই ছুটে যায় হাসপাতালে। মসজিদে খবর যায় ওসমানের কাছে। সেও ছুটে যায় হাসপাতালে। ডাক্তারবাবুরা জানান প্রচুর রক্ত লাগবে।কিন্তু রক্তের গ্রুপ ও নেগেটিভ যা সচরাচর পাওয়া যায়না। এদিকে ওসমানের রক্তের গ্রুপও ও নেগেটিভ। সে রক্ত দিতে চায় বলে ডাক্তারদের সাথে কথা বলে।

ওসমানের রক্ত পাবার পর মোহিতের অপারেশন করেন ডাক্তারবাবুরা। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসে মোহিতের। মাথার ছোট লাগলেও সবাইকে চিনতে পারে মোহিত। দূরে তখন দাঁড়িয়ে ওসমান। তন্নি বাবার কাছে গিয়ে বলে," জানতো বাবা,ওসমান কাকু তোমায় রক্ত দিয়েছে?"

ওসমানের দিকে চেয়ে মোহিত ক্ষীণস্বরে তাকে ডাকে," কি রে ওসমান দূরেই দাঁড়িয়ে থাকবি,কাছে আয় ওসমান?"

ওসমান ধীরে ধীরে মোহিতের কাছে যায়। ওসমানের হাতটি শক্ত করে ধরে মোহিত বলে," জানিস ওসমান, ছোটবেলায় আমার ভাই ছিলনা বলে খুব কাঁদতাম। কিন্তু আজ জানলাম তুইই আমার ভাই। আজকে ঈদের দিনে তুই যেভাবে রক্ত দিয়ে আমায় বাঁচালি কোনোদিনই ভুলবো নারে !"

ওসমান নির্লিপ্ত ভাবে চেয়ে থাকে মোহিতের দিকে। চোখে যে তার জল বেয়ে পড়ছে। হঠাতই পশ্চিম পাড়ার মসজিদ থেকে নামাজের সুর ভেসে আসে।

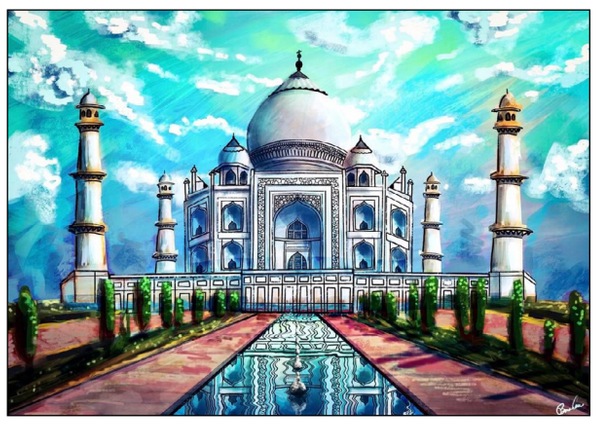

তাজমহল

শীলা সোম

শাজাহানের অমর কীর্তি তুমি তাজমহল,
স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন, আজ ও উজ্জ্বল।
বিশ্বের সাত আশ্চর্যের মধ্যে তুমি যে প্রধান,
প্রেমের সমাধি রূপে তুমি আজো বিরাজমান।
নবাব শাজাহানের পত্নী মমতাজ মহল,
প্রিয়তমার তরেই তার ঝরেছে অশ্রুজল।
হৃদয়মথিত করা প্রেমেরই মুকুল গুলি--
দিয়েছে প্রিয়তমার তরে সকল দুঃখ ভুলি।
উজাড় করা ভালোবাসা প্রিয়তমার প্রতি-
যমুনা তীরেই তার সমাধি আশ্চর্য স্থপতি।
ইতিহাসের পাতায় পাতায় প্রেমের আখরে
লেখা আছে এই কাহিনী কত না যুগ ধরে।
স্ফটিক মার্বেলে গড়া সাথে লাল বেলে পাথর,
কত দিন ধরে তৈরী করেছে নিপুণ কারিগর।
দর্শনীয় স্থান বটে, তাই কত যে পর্যটক,
দু চোখ ভরে দেখে একেই চোখ করে সার্থক।
নয়নাভিরাম দৃশ্য কত, তোমার চারধারে,
মুগ্ধ হয়ে দেখে সবাই, সবার নজর কাড়ে।
অমর প্রেমের কাব্য গাঁথা হয়েছ যে ভাস্বর,
ভোলেনি বিশ্ববাসী মনে রেখেছে যে নিরন্তর।।

বর্ষশেষ

মদনমোহন সামন্ত

মুঠো থেকে বেরিয়ে গেল একটা বছর – বুড়ো !
দুঃখ পেলেও, আশাতে ফের একটা বছর – পুরো ।
এমন করেই যাওয়া আসা সময় স্রোতেই ভাসা !
মানুষ জন্ম, সময় যত ফিরে পাওয়ার আশা ?
যা গেল, তা গেল'ই চলে ফিরে পাওয়ার নয় !
তা ভুলতেই নতুন নিয়ে ভুলে থাকতেই হয় ?
আপন কত হারিয়ে গেল কালের কুঠুরিতে –
নতুন সময় এলেও তারা ফিরবে মাধুরীতে ?
এমন কত হারিয়ে যাওয়ার ক্ষতের প্রলেপ দিতে
নতুন বছর আঁকড়ে ধরেও হয় না সে যে মিতে !
যা কিছু সব হারিয়ে যাওয়া, কোথায় তারা যায় ?
হারিয়ে যাওয়া সময় কি তার জবাব দিতে চায় ?
ইচ্ছে করে, দৌড়ে ধরার, সময়গুলো সঅব –
হারিয়ে যাওয়া ইচ্ছে, সময়, কেউ করে না রব !

ছড়া-ছড়ি

খুকির খেলনা

কোমল দাস

খেলনা অনেক আছে খুকির
পড়ে গেছে ধূলো,
মনের ভুলে খুকি এখন
ধরে না সেগুলো।

আগে খুকির এ খেলনাতেই
সময় যেত কেটে,
না খেললে সে খেলনাগুলো
ঢুকতো না ভাত পেটে।

এসব খেলনা খেলার এখন
সময় যে নেই তার,
মোবাইলের নানান গেমেই
দিন হয়ে যায় পার।

পথশিশু

আবু বকর সিদ্দিক

ধুলোয় মলিন পথশিশু
কাঁপছে শীতের দিনে,
কেউ দিলনা ওকে একটা
গরম কাপড় কিনে।

কোথা পাবে লেপ-তোশক আর
জামা, জুতো, মোজা,
সুখে থেকে দুখীজনের
কষ্ট যায়না বোঝা।

শীতের কাপড় বিনে ওরা
কাঁপছে কুঁড়েঘরে,
চলো বন্ধু হাতটা বাড়াই
গরিব দুখীর তরে।

দুখীজনের মুখে যদি
ফোটাও মধুর হাসি,
কাল হাশরে পাবে তুমি
পুণ্য রাশি রাশি ।

নতুন বছর

সুচিত চক্রবর্তী

নতুন বছর আসছে আবার
আশায় আশায় থাকি,
নতুন দিনের নতুন স্বপন
মনের মাঝেতে আঁকি।
নতুন দিনেতে খুলবে দুয়ার
হাসিখুশি মুখ দেখবো আবার
দয়া, মায়া আর মানবতা মন
আর দিও নাগো ফাঁকি।
নতুন বছর আসছে আবার
ভেদাভেদ দূরে রাখো,
মানুষে মানুষে একতার সুর
নতুন রূপেতে আঁকো।
হিংসা, ঘৃণাও হানাহানি নয়
সততায় আসে জীবনের জয়
মান, হুঁশ নিয়ে আমরা মানুষ
মানুষের পাশে থাকো ।

সুখের সাথে আড়ি

এম.আর.এ. আকিব

সুখের সাথে দিলাম আড়ি
প্রণয় দুঃখের সাথে,
কেমন যেন নিঃসঙ্গতা
একলা একা রাতে।
একলা একা দিনের আলোয়,
নেই তো কোনো সই,
দিন কাটে তো রাত কাটে না
কেমন করে রই?
সুখের সাথে হয় না দেখা
আমার অনেক দিন,
দুঃখের কাছে ছিল বুঝি
অনেক বেশি ঋণ!
এভাবে তো বিষাদ নিয়ে
বেঁচে থাকা দায়,
তবু দেখি খুব সহজে
বছর চলে যায়।

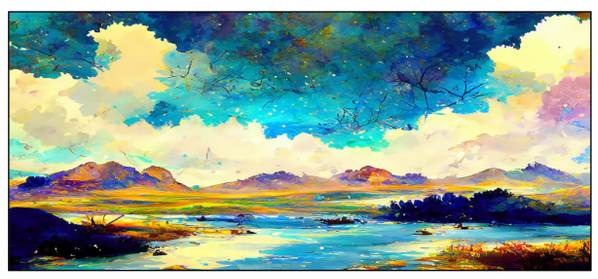

মশাল

সুরাবুদ্দিন সেখ

দ্বীপটি তিমিরে আচ্ছন্ন...
অনেক স্বপ্নও ডুবে গেছে অন্ধকারে
কুহেলিকাও ছাড়ে নি এই দ্বীপকে
এ আঁধার প্রকৃতির আঁধার নয়,এ আঁধার আমাদেরই ফলাফল।
সব যেন আলোহীন,চতুর্দিকে মৃত্যুনদীর কিনারা
কেড়ে নেয় অনেক প্রাণ।
ওদের পিপাসা এখনও মেটেনি!
মশাল নিয়ে অভিযান, সব শুষে নেয়।
হৃদয়ক্ষরণ বীভৎস চেহারা অপ্রকাশিত
দুদিকেই মশালবাহিনী,দুতরফেই জয় পরাজয়
কেউ সকাল আনতে চায়,কেউ চায় নিজ আঙিনায় আলো করে বাকিগুলো রাত ই থাক।
শতাব্দী থেকে শতাব্দী এমন ই জারি এই দ্বীপে
কখনও আলো কখনও আঁধার
কেউ উল্লাস করে,কেউ মরে।
সাক্ষী আছে ইতিহাস খুবই ভয়ানক কুচক্রী মশালবাহিনীর বিনাস।

প্রত্যাশার মোড়কে নববর্ষ

জহিরুল হক

কিছু প্রত্যাশার স্বপ্ন আঁকে ভোরের সূর্যোদয়
নববর্ষের বুকে থাকে সম্ভাবনার দিনলিপি।
অভ্যর্থনার মঞ্চে বাজে না দুঃখের পদাবলি;
ব্যর্থতার আঁধার ঠেলে ভোরের রোশনাই
হিন্দোল তোলে দুচোখের সমুদ্রে--
দিনলিপি জুড়ে জল ও আলোর মাখামাখি।
মিষ্টিরোদের লুটোপুটি সরষেফুলের ক্ষেতে
হলুদ আভায় দীপ্ত প্রেয়সীর চোখমুখ,
শিশিরভেজা ঘাসের উপর নস্টালজিক পদচিহ্ন
তবু যেতে ইচ্ছে করে বহুদূর জরাজীর্ণ ঠেলে।
পুরাতন আছে বলে নতুনের এত সৌন্দর্য
দুঃখ আছে বলেই এত স্বপ্ন, এত সুখ,
দুঃখ আর অবহেলা বুকে নিয়েও
কেউ একদিন হয়ে উঠে বিস্তৃত শস্যের মাঠ।
নতুন দিনের অঙ্গীকার নিয়ে, এসো আমরাও
শিশিরের মতো হেসে উঠি জল ও রোদের খেলায়।

সালাহ বললেন, লিভারপুলে এটাই শেষ বছর

আপনজন ডেস্ক: চলে যাওয়ার সময় তবে চলেই এল! এ বছরই বিচ্ছেদ হতে পারে লিভারপুল ও মোহাম্মদ সালাহর। মিসরীয় ফরোয়ার্ড নিজেই তা বলেছেন। লিভারপুলে এটাই তাঁর শেষ বছর, এমন কথাই বলেছেন সালাহ। নতুন চুক্তি নিয়ে ইংলিশ ক্লাবটির সঙ্গে দর-কষাকষি থমকে যাওয়ায় বিদায়ের প্রস্তুতি নেওয়ার কথাই জানিয়েছেন তিনি।

২০২২ সালে সর্বশেষ চুক্তি করা সালাহ চলতি মৌসুম শেষে অ্যানফিল্ড থেকে বিদায় নিতে পারেন—এমন আভাস গত কয়েক মাসেই একাধিকবার দিয়েছেন। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে বলেছিলেন, 'আমি যতটা ভেতরে আছি, তার চেয়ে বেশি বাইরে আছি। আমি ক্লাবকে ভালোবাসি, সমর্থকেরা আমাকে ভালোবাসেন। শেষ পর্যন্ত বিষয়টা আমার কিংবা সমর্থকদের হাতে নেই। এখন দেখা যাক কী হয়।'

ইএসপিএন জানিয়েছে, কয়েক মাস ধরেই সালাহর সঙ্গে লিভারপুলের নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে। কিন্তু গতকাল সালাহ জানিয়েছেন, সেই আলোচনাকে চুক্তিতে রূপ দিতে দুই পক্ষই এখনো বেশ দূরে অবস্থান করছে। স্কাই স্পোর্টসের পক্ষ থেকে সালাহর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, অ্যানফিল্ডে এটাই তাঁর শেষ মৌসুম কি না।

লিভারপুল তারকা বলেছেন, 'এখন পর্যন্ত? হ্যাঁ। গত ছয় মাসে (চুক্তি নিয়ে) কোনো উন্নতি হয়নি। আমরা এগোনো থেকে অনেক দূরে রয়েছি। তাই অপেক্ষা করতে হবে।'

চলতি মৌসুমে এরই মধ্যে লিগে ১৮ ম্যাচে ১৭ গোল করেছেন সালাহ। বানিয়েছেন আরও ১৩ গোলে। অথচ সর্বশেষ মৌসুমে ৩২ ম্যাচ খেলে সব মিলিয়ে ২৮ গোল সংশ্লিষ্টতা ছিল তাঁর। সালাহ এবার শুধু নিজেকেই ছাড়িয়ে যাননি, ফুটবলের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান অপটার হিসাব অনুসারে, প্রিমিয়ার লিগের আর কোনো মৌসুমেই সালাহর মতো কেউই এত কম ম্যাচে ৩০ গোলে অবদান রাখতে পারেননি।

লিভারপুলে অষ্টম মৌসুম কাটানো সালাহ এ বছর প্রিমিয়ার লিগে নিজের প্রত্যাশার কথাও বলেছেন, 'আমার প্রথম চাওয়া হচ্ছে লিভারপুলের হয়ে প্রিমিয়ার লিগ জেতা। গত সাত-আট বছরে যত সাক্ষাৎকার দিয়েছি, সব সময় বলে এসেছি, চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে চাই। কিন্তু এই প্রথমবার আমি লিভারপুলের হয়ে প্রিমিয়ার লিগ জয়ের কথা বলছি।'

কেন প্রিমিয়ার লিগ নিয়ে বেশি আগ্রহী—জিজ্ঞেস করলে ২০২০ সালে করোনা মহামারির সময়ে দর্শকশূন্য গ্যালারিতে লিগ শিরোপা উৎসবের কথাও তুলে এনেছেন সালাহ, 'ঠিক জানি না, কী কারণে। সম্ভবত আমরা শেষবার যেভাবে উদ্‌যাপন করতে চেয়েছি, সেটা পারিনি বলে। আরেকটা হচ্ছে, ক্লাবের হয়ে এটা আমার শেষ বছর, তাই এই শহরের জন্য বিশেষ কিছু করতে চাই। এটাই আছে আমার মাথায়।'

করোনা মহামারির সময় প্রিমিয়ার লিগে একমাত্র ট্রফিটি জিতেছে লিভারপুল। সেটা আবার ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে ৩০ বছর অপেক্ষার পর জেতা প্রথম ট্রফিও। এবার সালাহর ছন্দে চড়ে আর্নে স্লটের অধীনে থাকা দলটি দ্বিতীয় শিরোপার দিকে ছুটছে। ১৮ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। ১৯ ম্যাচ খেলা আর্সেনাল তাদের চেয়ে ৬ পয়েন্ট পিছিয়ে দুইয়ে। সালাহ এখন ছন্দ ধরে রেখে লিগ জিতে অ্যানফিল্ড ছাড়ার অপেক্ষায়, 'আমরা ট্রফির জন্য ৩০ বছর অপেক্ষা করেছি। এরপর সেটা জিতলাম এমন একসময়ে, যখন উদ্‌যাপন করার কিছু ছিল না। আশা করি এ বছর ভালোভাবে উদ্‌যাপন করতে পারব।'

প্রিমিয়ার লিগে সালাহদের পরবর্তী ম্যাচ আগামীকাল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে।

পন্ত-ঝড়ের দিনে অস্ট্রেলিয়ার নায়ক বোল্যান্ডই

আপনজন ডেস্ক: ৯৮ বলে ৪০ রান। স্ট্রাইক রেট ৪০.৮২।
৩৩ বলে ৬১ রান। স্ট্রাইক রেট ১৮৪.৮৫।
দুটি ইনিংসই ঋষভ পন্তের।
প্রথমটি সিডনি টেস্টের প্রথম ইনিংসের, গতকালের। পরেরটি দ্বিতীয় ইনিংসের, আজকের। আজ ৬১ রান করার পথে ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ফিফটি করেছেন মাত্র ২৯ বলে। যা টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যে কোনো সফরকারী ব্যাটসম্যানের দ্রুততম, আর ভারতের টেস্ট ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম।
সিডনি টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ব্যাট হাতে পন্ত ঝোড়ো ব্যাটিং করলেও দিন শেষে কিছুটা হলেও এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসে ৪ রানের লিড পাওয়া ভারত দিন শেষ করেছে ৬ উইকেটে ১৪১ রানে। প্রথম ইনিংসের মতো এবারও ৪ উইকেট নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার স্কট বোল্যান্ড।
দিনের শেষ সেশনে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা ভারত সপ্তম উইকেটও হারিয়ে ফেলত পারত, যদি স্টিভেন স্মিথ রবীন্দ্র জাদেজাকে 'নতুন জীবন' না দিতেন। শেষ ওভারের আগের ওভারে বো ওয়েবস্টারের বলে প্রথম স্লিপে ক্যাচ দিয়েছিলেন জাদেজা, কিন্তু দ্বিতীয় স্লিপ থেকে ঝাঁপিয়ে মিস করে উসমান খাজার সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন স্মিথ। ৬ রানে জীবন পাওয়া জাদেজা ভারতকে কতদূর এগিয়ে নিতে পারেন, আগামীকাল বোঝা যাবে।
তবে স্বীকৃত ব্যাটসম্যানদের মধ্যে পন্ত ছাড়া বাকিরা হতাশই করে গেছেন। যশস্বী জয়সোয়াল প্রথম ওভারে মিচেল স্টার্ককে ৪টি চার মেরে শুরু করলেও ইনিংস বড় করতে পারেননি। ৩৫ বলে ২২ রান করে বোল্ড হয়েছেন বোল্যান্ডের বলে। তার আগে লোকেশ রাহুলকেও ফিরিয়েছেন এই ডানহাতি পেসার।
বোল্যান্ডের তৃতীয় শিকার ছিলেন বিরাট কোহলি, যথারীতি অফ স্টাম্পের বাইরের বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে। এ নিয়ে এবারের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে যে আটবার আউট হয়েছেন, প্রতিবারই অফ স্টাম্পের বাইরের বলে উইকেটকিপার বা স্লিপে ক্যাচ দিয়েছেন কোহলি।
১২ বলে ৬ রান করে কোহলি আউট হলে মাঠে নামেন পন্ত। প্রথম বলেই উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে এসে ছয় মারেন লং অন দিয়ে। এরপর যতক্ষণ মাঠে ছিলেন, আক্রমণাত্মক মেজাজেই ছিলেন এই বাঁহাতি। মিচেল স্টার্ককে ছয় মেরে ফিফটি স্পর্শ করেন ২৯ বলে, যা ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম।
২৮ বলে ৫০ রানের দ্রুততম ফিফটির রেকর্ডটিও পন্তেরই, ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এর আগে সফরকারী খেলোয়াড়দের দ্রুততম ফিফটি ছিল ৩৩ বলে— ১৮৯৫ সালে মেলবোর্নে ইংল্যান্ডের জন ব্রাউনের, ১৯৭৫ সালে পার্থে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রয় ফ্রেডরিকসের।
৬টি চার ও ৪টি ছয়ে পন্তের এলোপাতাড়ি ব্যাটিংয়ের সমাপ্তি ঘটে প্যাট কামিন্সের বলে অ্যালেক্স ক্যারির হাতে ক্যাচ দিয়ে।
এর আগে অস্ট্রেলিয়া ১ উইকেটে ৯ রান নিয়ে দিন শুরু করে বাকি ৯ উইকেটে ১৭২ রান যোগ করে অলআউট হয়। ৩৯ রানে ৪ উইকেট পড়ার পর বো ওয়েবস্টার-স্টিভেন স্মিথের ৫৭ এবং ওয়েবস্টার-ক্যারির ৪১ রানের জুটি দুটি স্বাগতিকদের ভারতের রানের কাছাকাছি নিয়ে যায়।
অভিষিক্ত ওয়েবস্টার নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হওয়ার আগে করেন ১০৫ বলে ৫৭, স্মিথের ব্যাট থেকে আসে ৩৩ রান। ভারতের পক্ষে ৩টি করে উইকেট নেন মোহাম্মদ সিরাজ ও প্রসিধ কৃষ্ণা। ২টি উইকেট নেওয়া বুমরা দ্বিতীয় সেশনে মাঠ ছেড়ে স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে চলে যান। এ নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হলেও পরে খেলা চলার মধ্যেই মাঠে ফেরেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে চিকিৎসাজনিত কিছু জানানো হয়নি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর (দ্বিতীয় দিন শেষে)
ভারত: ১৮৫ ও ১৪১/৬ (পন্ত ৬১, জয়সোয়াল ২২, কোহলি ১৩; বোল্যান্ড ৪/৪২, ওয়েবস্টার ১/২৪)।
অস্ট্রেলিয়া: প্রথম ইনিংসে ১৮১ (ওয়েবস্টার ৫৭, স্মিথ ৩৩, কনস্টাস ২৩; কৃষ্ণা ৩/৪২, সিরাজ ৩/৫১)।

রোনাল্ডো বললেন, 'ইনশা আল্লাহ, আল নাসরের জন্য এ বছরটা ভালো হতে যাচ্ছে'

আপনজন ডেস্ক: ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসটা তখন গড়িয়ে যাচ্ছিল ২০২৩ সালের জানুয়ারির দিকে। কাতার বিশ্বকাপ শেষে চারদিকে গাওয়া হচ্ছিল লিওনেল মেসির অমরত্বের গান। চারপাশে 'মেসি মেসি' স্লোগানটা নিশ্চয়ই তিরের ফলা হয়ে বিঁধছিল ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর বুকে। ক্যারিয়ারজুড়ে যাঁর সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই করে এসেছেন, কখনো জিতেছেন, কখনো হেরেছেন; তাঁকে এভাবে 'ওয়াকওভার' দিতে মনও হয়তো সায় দিচ্ছিল না।
মেসির বিশ্বকাপ জয়ের কীর্তিকে তো নয়ই, আলোচনার দিক বদলানোর মতো মোক্ষম কোনো অস্ত্রও ছিল না রোনাল্ডোর হাতে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে বিদায় বলায় ভবিষ্যৎ নিয়েও ছিল অনিশ্চয়তা। কিন্তু নামটা যে রোনাল্ডো, খবরের শিরোনাম তো তিনি হবেনই। অনিশ্চয়তাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব ফুটবলে বছরের সবচেয়ে বড় খবরটি উপহার দিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। ঘোষণা দিলেন সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে যোগ দেওয়ার। এই এক ঘোষণাতেই আধুনিক ফুটবলে ঘটে যায় অন্য রকম এক বিপ্লব।
একজন খেলোয়াড়ের দলবদলে একটি দেশের ফুটবলের ভাগ্যটাই যেন বদলে গেল।
রোনাল্ডোর পর গত দুই বছরে নেইমার-করিম বেনজেমাসহ আরও অনেক তারকা ফুটবলার আলোকিত করেছেন সৌদি ফুটবলের মঞ্চ। ইউরোপীয় শীর্ষ লিগগুলোর সঙ্গে সমানভাবে আলোচনায়ও ছিল সৌদি প্রো লিগ। সৌদি আরবের ফুটবলে নাম লেখানোর দুই বছর পূর্তিতে রোনাল্ডো কথা বলেছেন সৌদি প্রো লিগের সঙ্গে। সেই কথোপকথনে নিজের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের পাশাপাশি মাঠ ও মাঠের বাইরে নিজের জীবন নিয়েও আলোকপাত করেছেন। সৌদি লিগের সঙ্গে রোনাল্ডোর আলাপচারিতার চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

রোনাল্ডো খুশি, পরিবারও খুশি
রোনাল্ডো সৌদি আরবে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা ছিল আরব দেশটির পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টি। আবহাওয়া ও সাংস্কৃতিক বৈপরীত্যের দেশটিতে পাশ্চাত্য পরিবেশে বেড়ে ওঠা রোনাল্ডো মানিয়ে নিতে পারবেন কি না, তা নিয়ে ছিল যত আলোচনা।
কিন্তু সব দুশ্চিন্তা উড়িয়ে দুই বছর বেশ আনন্দেই পার করেছেন সাবেক এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। সৌদি প্রো লিগের সঙ্গে আলাপচারিতাতেও বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন রোনাল্ডো, 'আমি খুশি, আমার পরিবারও খুশি। জীবন ভালো চলছে, ফুটবলও ভালো চলছে।'
আমি খুশি, আমার পরিবারও খুশি। জীবন ভালো চলছে, ফুটবলও ভালো চলছে।
মাঠের লড়াইটা সহজ নয়
ক্যারিয়ারজুড়ে রেকর্ড ভাঙাগড়ার খেলায় মেতে থাকা রোনাল্ডো সৌদি আরবে এসেও ভেঙেছেন অনেক রেকর্ড। ভেঙেছেন প্রতিযোগিতায় এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ডও। ২০২৩-২৪ মৌসুমে গোল্ডেন বুট জয়ের পথে ৩১ ম্যাচে গোল করেছেন ৩৫টি। কিন্তু এত কিছুর পরও লিগে আল হিলালের পেছনেই থাকতে হয়েছে রোনাল্ডোর দল আল নাসরকে। এমনকি এখন পর্যন্ত আল নাসরের হয়ে একটি শিরোপাই জিততে পেরেছেন রোনাল্ডো।
২০২৩ সালে জেতা আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপের ট্রফিটাই তাঁর একমাত্র অর্জন। দলের এই সাফল্য খরা নিয়ে রোনাল্ডো বলেছেন, 'আল হিলাল ও আল ইত্তিহাদের মতো দলের সঙ্গে লড়াই করা কঠিন। কিন্তু আমরা লড়াই করে যাচ্ছি। ফুটবল এমনই। ভালো মুহূর্ত যেমন থাকবে, থাকবে খারাপ মুহূর্তও। কিন্তু আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পেশাদারত্ব বজায় রাখা, পরিশ্রম চালিয়ে যাওয়া, ক্লাবকে সম্মান জানানো এবং নিজের চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। পাশাপাশি এটা বিশ্বাস করা যে সবকিছু বদলাবে।'
চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে চান 'কিং অব চ্যাম্পিয়নস লিগ'
রোনাল্ডোকে বলা হয় 'চ্যাম্পিয়নস লিগের রাজা'। ইউরোপিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে রোনাল্ডো এমন মানদণ্ড তৈরি করে রেখেছেন, যা ছাড়িয়ে যেতে হলে কোনো ফুটবলারকে অবিশ্বাস্য কিছুই করে দেখাতে হবে। সবচেয়ে বেশি গোল (১৪০) ও সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার (১৮৩) মতো অসংখ্য রেকর্ড তাঁর দখলে। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের রাজা এখন সাফল্য পেতে চান এশিয়ার চ্যাম্পিয়নস লিগেও, '(এএফসি) চ্যাম্পিয়নস লিগ এমন কিছু, যা আমি ক্লাবের জন্য জিততে চাই। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চেষ্টা করে যাওয়া এবং পেশাদার থাকা।'

সৌদি আরবে এমন উচ্ছ্বাসে নিয়মিতই মেতেছেন রোনাল্ডো

গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা, অল্পের জন্য এড়ালেন আঘাত

আপনজন ডেস্ক: ফের কলকাতা শহরে বেপরোয়া বাস। এবার বাসের ধাক্কা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে সানা গঙ্গোপাধ্যায়ের গাড়িতে। পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়িতে চালকের আসনের পাশে বসে ছিলেন সানা। সেই সময় ডায়মন্ড হারবার রোড দিয়ে যাচ্ছিল সানার গাড়ি। বেহালা চৌরাস্তার কাছে দু'টি বাস রেষারেষি করতে গিয়ে সানার গাড়িতে ধাক্কা মারে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চালকের আসনের দিকে ধাক্কা মারে বাসটি। দুর্ঘটনার অভিঘাতে সানার গাড়ি উল্টে যাচ্ছিল, কিন্তু চালকের তৎপরতায় বেঁচে চায় সেই গাড়ি। দুর্ঘটনার জেরে গাড়িটির ক্ষতি হলেও, চালকের তৎপরতায় অল্পের জন্য আঘাত লাগেনি সানার।
বাসটি কলকাতা থেকে রায়চকের দিকে যাচ্ছিল। এই দুর্ঘটনার পর গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের পক্ষ থেকে ঠাকুরপুকুর থানায় অভিযোগ জানানো হয়। এই অভিযোগ পেয়ে বাসটির চালকের খোঁজ শুরু করেন তদন্তকারীরা। পরে অভিযুক্ত বাসচালককে গ্রেফতার করে পুলিশ। বাসটি আটক করা হয়েছে। মাঝেরহাট থেকে ব্রিজের পর থেকেই রাস্তায় যানজট, বেপরোয়া বাস-অটো চলাচল নিত্য ঘটনা। বেহালায় একাধিকবার দুর্ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তারপরেও পরিস্থিতি বদলায়নি। শুক্রবার তেমনই হল। বাসের ধাক্কায় সানার গাড়িটি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাড়িটির লুকিং গ্লাস ভেঙে গিয়েছে। বাস যেদিকে ধাক্কা মেরেছে, সেদিকে সানা ছিলেন না বলে রক্ষা পেয়েছেন। না হলে তাঁর চোট পাওয়ার আশঙ্কা ছিল। বাসটি চালকের আসনের দিকে ধাক্কা মারায় চালকের পক্ষে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সহজ হয়।
২০২৩ সালের অগাস্টে বেহালায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারায় এক শিশু। সৌরনীল সরকার নামে দ্বিতীয় শ্রেণির ওই পড়ুয়াকে পিষে দেয় লরি। একই লরির ধাক্কায় আহত হন মৃত পড়ুয়ার বাবাও। এই ঘটনার পর বেহালার বিভিন্ন জায়গায় কড়াকড়ি শুরু করে পুলিশ। কিন্তু তারপরেও বাসের রেষারেষি, বেপরোয়া চলাচল বন্ধ হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কড়া বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও একই ঘটনা দেখা যাচ্ছে।

মেসিকে আমেরিকার সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান

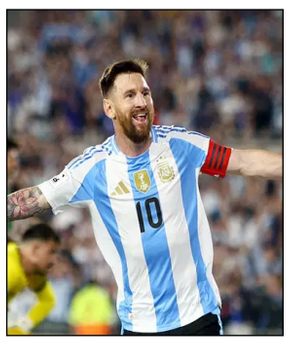

আপনজন ডেস্ক: দুই বছরও হয়নি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছেন লিওনেল মেসি। তবে এরই মধ্যে 'ফুটবল-বিমুখ' মার্কিন মুলুকে ভালোই ছাপ রেখেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। এতটাই যে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম পেতে যাচ্ছেন অনেকের চোখেই সর্বকালের সেরা এই ফুটবলার। আজই যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে থেকে পদক বুঝে নেবেন মেসি।
ফুটবল নয়, যুক্তরাষ্ট্রে খেলাটা পরিচিত সকার নামে। আর সেখানে জনপ্রিয়তায় বাস্কেটবল, বেসবল ও এনএফএলের (আমেরিকান ফুটবল) চেয়ে পিছিয়ে আছে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলাটি। ২০২৩ সালে সেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। আর তাতে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলকে এক ধাক্কাতেই অনেকটা এগিয়ে দিয়েছেন মেসি। সেই মেসি যুক্তরাষ্ট্রের নারী ফুটবলার মেগান রাপিনোর পর মাত্র দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে পাচ্ছেন এই সম্মান।
মেসি, বাস্কেটবল কিংবদন্তি ম্যাজিক জনসন, হলিউড তারকা ডেনজেল ওয়াশিংটন, মাইকেল জে ফক্স, সাবেক ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিনটনসহ মোট ১৯ জন এবার পাচ্ছেন প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম।

খেলোয়াড় কেনায় বিধিমুক্ত হলো বার্সেলোনা

আপনজন: শেষ পর্যন্ত কিছুটা স্বস্তির খবর পেল বার্সেলোনা। লা লিগা কর্তৃপক্ষ অবশেষে ক্লাবটিকে ১:১ আর্থিক ফেয়ার প্লে নিয়মের আওতায় আসার অনুমতি দিয়েছে। ফলে জানুয়ারির ট্রান্সফার উইন্ডোতে নতুন খেলোয়াড় দলে ভেড়াতে আর কোনো বাধা রইল না ক্লাবটির। এ ছাড়া এখন আর কোনো খেলোয়াড়ের চুক্তি নবায়নেও বাধা নেই। তবে দানি ওলমো এবং পাউ ভিক্তরের নিবন্ধন এখনো ঝুলে আছে কিছু নিয়ম-নীতির কারণে। ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর পাঠানো নথিপত্র পর্যালোচনার পর লা লিগা বার্সেলোনাকে ১:১ ফেয়ার প্লে নিয়ম মেনে চলার অনুমতি দিয়েছে। শুক্রবার মধ্যরাতে বিষয়টি ক্লাবটিকে জানানো হয়। তবে ক্লাবটি লা লিগার কাছে দানি ওলমো এবং পাউ ভিক্তরের নিবন্ধনের বিষয়টি ফের স্মরণ করিয়ে দেয়, যা ৩০ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল। বার্সেলোনা প্রেসিডেন্ট হুয়ান লাপোর্তা এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা শুক্রবার রাত ১২টা ১০ মিনিট পর্যন্ত অফিসে কাজ করেছেন, যাতে লা লিগা এই দুই খেলোয়াড়ের নিবন্ধন অনুমোদন করে। তবে ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে লা লিগার সঙ্গে কোনো মৌখিক চুক্তি হয়নি এবং লিগ কর্তৃপক্ষ তাদের কঠোর অবস্থান বজায় রেখেছে। এর ফলে আরএফইএফও তাদের ব্যাখ্যা মেনে নেয়নি, যার মাধ্যমে বার্সেলোনা সাধারণ বিধি ১৩০-এর সুবিধা পেতে পারত। অন্যদিকে শুক্রবার দুপুর ২:৩০টার দিকে একটি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে ২৮ মিলিয়ন ইউরো পেয়েছে বার্সেলোনা। এই অর্থ ভবিষ্যতে স্পটিফাই ক্যাম্প ন্যুরের ভিআইপি আসনের জন্য প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংক ট্রান্সফার হয়ে যাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট নথিপত্র লা লিগার কাছে পাঠানো হয় এবং এর পরই বার্সেলোনা ১:১ নিয়মের আওতায় আসতে সক্ষম হয়। তবে ১:১ নিয়মের আওতায় এলেও এই নিয়মে দানি ওলমো এবং পাউ ভিক্তরকে নিবন্ধন করা সম্ভব নয়, কারণ এক মৌসুমে কোনো খেলোয়াড় অনিবন্ধিত হয়ে গেলে তাকে ফের নিবন্ধন করার সুযোগ নেই লা লিগায়। ফলে আপাতত আদালতের দিকে তাকিয়ে আছে বার্সেলোনা। তবে অন্যান্য খেলোয়াড়দের চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা নেই। বার্সেলোনার বিপদটি সৃষ্টি হয়েছে লা লিগার কঠোর অবস্থানের কারণে। আগে নাইকির সঙ্গে নতুন চুক্তি হওয়ার পর বার্সেলোনা দানি ওলমোকে নিবন্ধন করতে পারবে বলে জানিয়েছিলেন লা লিগার প্রেসিডেন্ট হ্যাভিয়ের তেবাস।

মাঠ ছেড়ে হাসপাতালে বুমরা

আপনজন ডেস্ক: এই যশপ্রীত বুমরাকে থামাবে কে? বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ভারতীয় পেসার যা করছিলেন তাতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রতিপক্ষ দলে স্টিভেন স্মিথ, ট্রাভিস হেডদের মতো যত বড় নামই থাকুক না কেন!
বুমরার থামার একমাত্র উপায় হয়তো চোট। এবং, শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো। বুমরা পড়লেন চোটে। মাঠ ছাড়লেন, স্ক্যান করতে ছাড়তে হলো স্টেডিয়ামও! যদিও তিনি কীসের চোটে পড়েছেন সেটা এখনো জানা যায়নি।
সিডনি টেস্টে লাঞ্চের পর মাত্র এক ওভার বোলিং করেছিলেন বুমরা। এরপরই বিরাট কোহলির সঙ্গে কথা বলে মাঠ ছাড়েন এই পেসার। রোহিত শর্মা নিজেকে সরিয়ে নিলে সিডনি টেস্টে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বুমরা। সেই দায়িত্ব মাঠ ছাড়ার আগে কোহলিকে বুঝিয়ে দিলেন! বুমরার না থাকা প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের জন্য বড় স্বস্তি হওয়ারই কথা ছিল।
বুমরা মাঠ ছাড়ার পর ফক্স ক্রিকেটে তো মার্ক ওয়াহ এমনও বলেছেন যে, 'অস্ট্রেলিয়া বোধ হয় এখন সবচেয়ে সহজে ব্যাটিং করতে পারবে।'
যদিও ওয়াহর কথা সত্যি হয়নি। বুমরা সর্বশেষ বোলিং করেছিলেন ম্যাচের ৩১তম ওভারে। অস্ট্রেলিয়ার উইকেট ছিল ৫টি। বুমরা বোলিং না থাকলেও ইনিংসের পরের ২০ ওভারের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বাকি উইকেট তুলে নিয়েছেন অন্য বোলাররা। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন প্রসিধ কৃষ্ণা ও নীতীশ রেড্ডি, একটি মোহাম্মদ সিরাজ।
মাঠ ছাড়ার আগে বুমরা অস্ট্রেলিয়ার ২টিই তুলে নিয়েছেন। সব মিলিয়ে

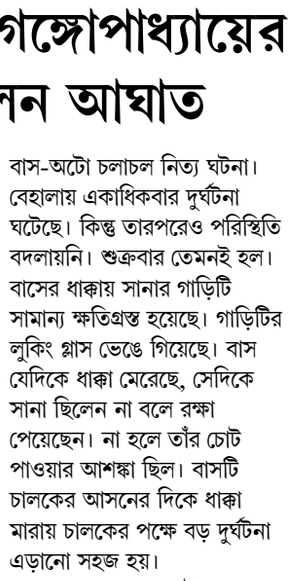

বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে বুমরার উইকেটসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২-এ। আপডেট: দিনের শেষ দিকে হাসপাতাল থেকে মাঠে ফিরেছেন বুমরা। তবে চোট বা চিকিৎসা বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানায়নি ভারতীয় দল।

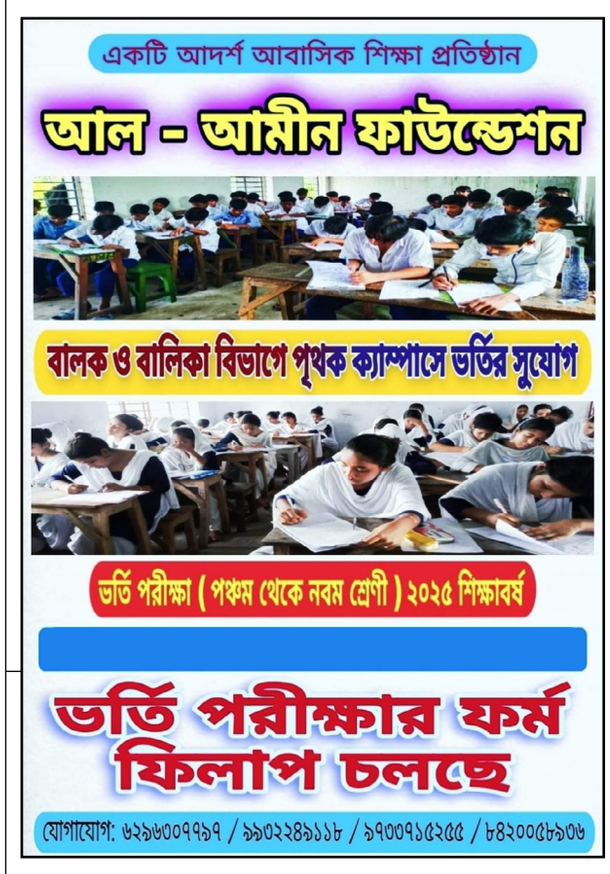

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**